পরিষদের সম্পত্তির তালিকা

পরিষদের সর্ব্ববিধ সম্পত্তির একটি তালিকা (ষ্টক বহি) থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার মন্তব্যে যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। ইতি—

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০।২।৩৭ আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

(২)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় পরীক্ষিত হইয়া নির্ভুলভাবে হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পরীক্ষান্তে দেখা হইয়াছে।

এই বৎসরে পরিষদের তিনটি তহবিলের তিনখানি ক্যাশ বইয়ের তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ খতিয়ান (Cash Abstract) প্রস্তুত হওয়ায় পরিষদের তিনটী তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করিতে আদৌ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

তিনটী তহবিলের নাম—(১) সাধারণ তহবিল, (২) স্থায়ী তহবিল, (৩) গচ্ছিত তহবিল।

চাঁদা—৫৭১৭৲ টাকা।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পরিষদে মোট ১০৭৪ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে সহরে ৪৭১ ও মফস্বলে ৬০৩ জন মাত্র সদস্য। কিন্তু গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে চাঁদা আদায় অত্যন্ত অল্প হইয়াছে এবং বকেয়া চাঁদার (outstandings) পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য—১২৯০৲ টাকা।

গ্রন্থ-প্রকাশের সহায়তা করিবার জন্য মাননীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর পরিষদে ১২০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশের খরচ নির্ব্বাহার্থ এই বৎসর পরিষদে গ্রন্থ-প্রকাশ খাতে মোট ৩৯৮০৷৶৯ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। আমি এই টাকার হিসাব আনুষঙ্গিক বিল ও নথি-পত্রাদির সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

হাওলাত জমা—

হাওলাত জমা টাকার মধ্যে এই বৎসরে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ২৯৲ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। এখনও হাওলাত জমা হিসাবের খাতে ৭৫৯৲ টাকা দেখান আছে। ঐ টাকা পরিষদের দেনা (Liabilities)। হাওলাত জমার হিসাবের খাতায় যে সমুদয় সভ্যমহোদয়ের নাম দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই পরিষদের প্রাণস্বরূপ ও উন্নতিসাধক। ইঁহাদিগের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত হাওলাত জমার টাকা পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়া পরিষৎকে ঋণমুক্ত করেন।

হাওলাত দাদন—

শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর—হাওলাত দাদন ১০৬৲ টাকা। পরিষদের হাওলাত দাদনের তালিকায় নিবারণচন্দ্রের নামে ১০৬৲ টাকা দেনার কথা লেখা আছে। নিবারণচন্দ্র

তিন বৎসরের উপর পরিষৎ হইতে চলিয়া গিয়াছে এবং যাইবার সময় তাহার দেনার জন্য তাহার দেশের বসতবাটীর পাট্টা জামীনস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি ঐ ১০৬৲ টাকার কোনরূপ বন্দোবস্ত হইল না। একই ব্যক্তির নামে একই টাকা ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি প্রায় তিন বৎসরকাল দেনার তালিকায় থাকা আমার মতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। আশা করি, মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এই বিষয়ে একটি বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। বেতন খাতায় নিবারণের নাম ও বেতন বাবদে তাহার টাকা পাওনা আছে দেখিয়াছি। ঐ টাকা তাহাকে দেওয়া হইবে না, ইহার কথা আমি জানি। আশা করি, মাননীয় সম্পাদক মহাশয় বেতন খাতায় নিবারণের নাম ও তাহার পাওনা টাকা কাটিয়া দিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবেন এবং ১০৬৲ টাকা সম্বন্ধে শীঘ্র মীমাংসা করিয়া ফেলিবেন।

উদ্বৃত্ত জায়—কোং ৩৭০৮০৲১০ টাকা।

(Closing Balance)

এই বৎসরে পরিষদের তিনটী তহবিলের মোট উদ্বৃত্ত জমা কোং ৩৭০৮০৲১০ টাকার মধ্যে

সাধারণ তহবিলে কোং—		১১৭৯৶৭ টাকা
স্থায়ী	„ „	৫৬৩৫।৶৯ „
গচ্ছিত	„ „	৩০২৬৫।৶৬ „

আছে এবং মোট উদ্বৃত্ত জমা ৩৭০৮০৲১০ টাকা—

ব্যাঙ্কে	মজুত—কোং—	১৫৬২।৶৬
ডাকঘরে	„ „	৭৯।৶৯
কার্য্যালয়ে	„ „	৪৩৲৶৭
কোম্পানী কাগজে	„ „	৩৫০০০৲
		৩৭০৮০৲১০

দেখান আছে। ব্যাঙ্কে মজুত টাকা কোং—১৫৬২।৶৬ টাকা। ইহা ক্যাশ বইয়ে ব্যাঙ্কে মজুত খাতে উদ্বৃত্ত জমা হিসাবে দেখান আছে। ডাকঘরে মজুত টাকার সহিত সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ বইয়ে দেখান টাকার মিল আছে। কার্য্যালয়ে মজুত জমা টাকা আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখান আছে এবং উক্ত হিসাবে পরিষদের সুযোগ্য মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নাম স্বাক্ষর আছে।

কোম্পানী-কাগজে মজুত ৩৫০০০৲ টাকা। এই টাকা কোম্পানী-কাগজের Face Value। গত বৎসর কোম্পানী-কাগজে মোট ২৬৬০০৲ টাকা মজুত ছিল। এই বৎসরে দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে মাননীয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় ৮৪০০৲ টাকা Face Valueর কোম্পানী-কাগজ প্রদান করিয়াছেন। ১৯১৫১৭ নম্বরের Face Valueর ৫০০৲ টাকার কাগজ বদলাইয়া ২৩৭৬০৩ নম্বরের Face Value ঐ টাকার একখানি কাগজ আনা হইয়াছে (Renew)। আমি কোম্পানী-কাগজ সমুদয় পরীক্ষা করিয়াছি। ব্যাঙ্কে,

ডাকঘরে, কার্য্যালয়ে মজুত জমার টাকাকে নগদ টাকা বলিয়া গণ্য করা যায় (Cash at Bank, Cash in hand)। কিন্তু কোম্পানী-কাগজে মজুত জমার টাকাকে নগদ টাকা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এই টাকা রেওয়ায় (Balance Sheetএ) গৃহ-আসবাবাদির ন্যায় assets বলা যাইতে পারে। আবশ্যক হইলে যেমন ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে ও কার্য্যালয়ে মজুত সমুদয় টাকা খরচ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কোম্পানী-কাগজ ভাঙ্গাইয়া সমুদয় টাকা পাওয়া যায় না। আমার মতে, যদি এই বৎসরের হিসাবে আয়-ব্যয়-বিবরণে উদ্বৃত্ত জমা এবং আয়, মোট যত টাকা আয় হইবে, তাহা হইতে নগদ টাকা যাহা খরচ হইয়াছে এবং কোম্পানী-কাগজ খরিদ খাতে ব্যয় ৩৫০০০৲ টাকা, এই উভয় খরচের সমষ্টি বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত জমার টাকা (Closing Balance) ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে, কার্য্যালয়ে মজুত এবং পরিষৎ সাধারণ-তহবিলে হাওলাত দাদনে দেখাইলে হিসাবের কোন ভুল থাকিবে না এবং ১৩৩৭ সালের ক্যাশে কেবল মাত্র নগদ মজুত জমা দেখাইয়া দিতে হইবে এবং ১৩৩৭ সালের আয় ব্যয়-বিবরণে কোম্পানী-কাগজে মজুত ৩৫০০০৲ টাকা এবং ঐ সালের আয় এই মোট আয় হইতে কোম্পানী-কাগজ খরিদ খাতে ব্যয় ৩৫০০০৲ টাকা এবং ঐ সালের অন্যান্য খাতে খরচ এই উভয় ব্যয়ের সমষ্টি বাদ দিয়া মোট উদ্বৃত্ত জমা দেখাইতে হইবে।

মন্তব্য

আমি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনটি তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও তৎসংক্রান্তে আনুষঙ্গিক নথি-পত্রাদি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া যে সমুদয় বিষয় আবশ্যক মনে করিয়াছি তৎসম্বন্ধে যৎসামান্য মন্তব্য (touching remarks) প্রকাশ করিয়াছি এবং কোন কোন স্থলে পরীক্ষকগণের কর্ত্তব্যানুসারে আমার অভিমত (suggestions) প্রকাশ করিয়াছি। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি পরিষদের বিষয়ের উপর অনধিকার চর্চ্চা (unauthorised comments) করিয়াছি। গতবারে পরিষদের হিসাব পরীক্ষার মন্তব্যে আমি রেওয়া (Balance Sheet) প্রস্তুত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলাম ; যখন রেওয়া প্রস্তুত হইবার কোন আশু সম্ভাবনা নাই, তখন পরিষদে একখানি ষ্টক্ বহি (Stock Book) প্রস্তুত হইয়া উহাতে পরিষদের গৃহ ও সমুদয় আসবাবাদির নাম ও তাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য, এমন কি মিউজিয়মের সমুদয় দ্রব্যাদির কথাও উহাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ পরিষদের কর্ম্মচারী বদল হইলে কার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। যদিও পরিষদে রেওয়া প্রস্তুত হয় নাই, তথাপি আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ভুলভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা আমি জানাইয়াছি। পরীক্ষার সময়ে যাঁহারা আমাকে তাঁহাদিগের সহায়তা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পরিষদের অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যে আমি যৎসামান্য সাহায্য করিতে সক্ষম হইয়াছি জানিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত। বঙ্গের গৌরবস্তম্ভ, বাঙ্গালীজাতির

চির আদরের বস্তু, বঙ্গভাষার আবাসভূমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকপদে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় আমি বিশেষ গৌরবান্বিত। বিদ্যোৎসাহী মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার বহিতে সক্ষম হইয়াছি জানিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। অদ্য আমি পরীক্ষার কার্য্য আমার সাধ্যমতভাবে সম্পন্ন করিয়া মাননীয় সুদক্ষ সভাপতি, সম্পাদক মহাশয় ও উৎসাহী সভ্যগণের নিকট উপনীত হইয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি—

৩।২।১৩৩৭

বিনীত

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ

চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ২৭এ মে ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ, ৩। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, (খ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে (গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ ও (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণের চিত্র। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত ও কান্দী হইতে সংগৃহীত নরসিংহমূর্ত্তি, ৫। পুরস্কার-প্রবন্ধ পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপন, ৬। চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৭। পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৮। পঞ্চত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৯। পঞ্চত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ১০। সহায়ক ও সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ১১। পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ১২। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নদীয়ার মাননীয় মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহারাজের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার উপসংহার পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, পরিষদের সভাপতি মহাশয় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু পরিষদের উন্নতির জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষদের বিশিষ্ট ভাণ্ডারগুলির দেনা শোধ হইয়াছে। উপরন্তু রমেশ-ভবনকে ১০ হাজার টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উপযুক্ত অর্থবল ও কর্ম্মী পাইলে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সাধন কত সহজ হইবে। রমেশ-ভবন হইতে এই টাকা পাওয়া

গেলে অনেক কাজ করিতে পারা যাইবে। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু সময়কে সময় জ্ঞান না করিয়া—তাঁহার কলেজের অধ্যাপনা শেষ করিয়া বাকী সময়টুকু পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু যথোচিত পরিশ্রম করিয়া পরিষৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তিনি শুধু পণ্ডিত নন, তিনি কর্ম্মী ও অক্লান্ত সেবক।

অতঃপর চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং আয়ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে নিম্নলিখিত ৬ জন ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক-সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ
" ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
" চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ
" বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
" নুর মহম্মদ

এবং নিম্নলিখিত তিন জন নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র
" সত্যচরণ মিত্র তত্ত্বরত্ন
" বরেন্দ্রনাথ দত্ত

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত নিম্নলিখিত সদস্যগণ পঞ্চত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
" স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
" কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি
" মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
" স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" পঞ্চানন তর্করত্ন
" বিধুশেখর শাস্ত্রী

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

সহকারী সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

" জিতেন্দ্রনাথ বসু

" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

" একেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

সমর্থক— " সুকুমাররঞ্জন দাশ

পত্রিকাধ্যক্ষ—কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

সমর্থক— " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সমর্থক— " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

সমর্থক— " মন্মথমোহন বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

সমর্থক— " বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

আয়ব্যয়পরীক্ষক—(১) শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর

(২) " অনাথনাথ ঘোষ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সমর্থক— " একেন্দ্রনাথ ঘোষ

৭। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত সদস্যগণ বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে (ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক এবং (খ) শাখা-পরিষৎসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

(ক) সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

" ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
" সুকুমাররঞ্জন দাশ
" ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" মন্মথমোহন বসু
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" বাণীনাথ নন্দী
" বিনয়চন্দ্র সেন
" অমলচন্দ্র হোম
" ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
" নিবারণচন্দ্র রায়
" দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

(খ) শাখা-পরিষৎসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" মহেন্দ্রনাথ দাস
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করিলেন,—

(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—তৈলচিত্র
(খ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—তৈলচিত্র
(গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—ব্রোমাইড্
(ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—ব্রোমাইড

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য পরিষদে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় প্রথম মহিলা সাহিত্যিকের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল।

সভাপতি মহাশয় এই সকল সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। বিশেষতঃ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থে ব্রোমাইড্ চিত্র দুইখানি প্রস্তুত হইয়াছে।

৯। সম্পাদক মহাশয় কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত উগ্রনরসিংহমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে পরিষদের ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। এক্ষণে সদস্য না থাকিয়াও তিনি পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যে সকল অমূল্য মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিতেছেন, তাহা পরিষদের সকল হিতৈষী সদস্যেরই অনুকরণীয়।

১০। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের পূর্ব্বে বলিলেন যে, আজ আমি এইবার চতুর্থ বারের জন্য সভাপতিপদে নির্ব্বাচিত হইলাম। আমার এই বার্দ্ধক্যের প্রতি আপনারা যখন কোনমতেই দৃষ্টি দিলেন না, তখন এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার যখন ঘাড়ে লইলাম, তখন যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিব না। পরিষদের বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণে আপনারা দেখিলেন যে, কত পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে টাকা সংগ্রহ করিয়া দেনা মিটাইতে ও বাড়ী মেরামত করিতে হইয়াছে। যাঁহারা টাকা দিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা কলিকাতা করপোরেশন হইতে টাকা পাইবার জন্য আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। যাঁহারা পরিষদের হিতৈষীদের নিকট গিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ধন্যবাদ দিতেছি। গত বৎসর এই হল হইতে মাসিক অধিবেশন শেষ করিয়া যখন নীচে নামিয়া যাই, তখন ভাবিতে পারি নাই যে, এই হল মেরামত করিয়া আবার আমরা এখানে সভাধিবেশন করিতে পারিব। ভগবানের কৃপায় ও করপোরেশনের দয়াতে তাহা সম্ভব হইয়াছে। এখনও আমাদের বিস্তর বাজার-দেনা রহিয়াছে। রমেশ-ভবনের দেনার জন্য কণ্ট্রাক্টারগণ বিশেষ তাগাদা করিতেছেন। এক বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা না পাইলে তাঁহারা অন্য পন্থা অবলম্বন করিবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? তারপর যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ বিগত বর্ষে পরিষদের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে এ বৎসর যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলেন না, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। তিনি নয় বৎসর কাল সহকারী সম্পাদক ও সম্পাদক থাকিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত, পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। যাঁহারা এ বৎসর নূতন কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে আসিলেন, তাঁহাদিগকে আগ্রহের সহিত আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক। আজ আমরা যে পাখার নীচে বসিয়া আছি, তাহা শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকেও ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বলিতেছেন যে, তিনি আর পাঁচখানা পাখা সংগ্রহ করিয়া দিবেন।

অতঃপর তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (এই অভিভাষণ ৩৫শ ভাগ, ১ম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একখানি পাখা দান করিবেন।

তৎপর তিনি জানাইলেন যে, "আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি" বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে 'কালীকৃষ্ণ সুবর্ণপদক' দেওয়া হইবে। এই জন্য যে সকল প্রবন্ধ পাওয়া যাইবে, পরিষদের সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের পরীক্ষক হইবেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, তিনি যে পরিশ্রম করিয়া পরিষৎকে সেবা করিয়াছেন এবং এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি আমাদের দেশের ইতিহাস আলোচনার যে নূতন ধারা বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয় ও তাঁহার নেতৃত্বে সেই পথ অবলম্বন করা আমাদেরও উচিত মনে হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি।

৬।৪।৩৫

পরিশিষ্ট

ক—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) শ্লোকমালা, অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার, (২) দেশের ডাক, (৩) বেকার সমস্যা, (৪) মেয়ো গীতা, (৫) পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ, (৬) তরুণ বাংলা, (৭) পুরাতনী, (৮) ভারতের শিক্ষা, (৯) মনুষ্যত্ব লাভ, (১০) গার্হস্থ্যম্, (১১) গীতায় মুক্তিবাদ, (১২) বিদ্রোহী আয়র্লণ্ড, (১৩) শতাব্দীর সূর্য্য, (১৪) কজ্জলী, (১৫) আত্মপ্রতিষ্ঠা। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত—(১৬) মানব। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন—(১৭) পারিবারিক চিকিৎসা, (১৮) বাঙ্গালীর খাদ্য, (১৯) নেশা। শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস—(২০) ভাগ্য-বিপর্য্যয় কাব্য, (২১) ঢাকুর বা বারেন্দ্র কায়স্থতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—(২২) সাত লহরী। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র—(২৩) বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা (১৩২১—২৩ ও ১৩২৫—৩৫); শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—(২) জীবন-সঙ্গীত। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ—(২৬) সাধন-সঙ্গীত (রামপ্রসাদ, ১ম)। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ—(২৭) বীরু; শ্রীযুক্ত এস সি মুখোপাধ্যায়—(২৮) Decline and Fall of the Hindus; The Secretary, Smithsonian Institution—(২৯) Drawings by A. DeBatz in Louisiana, 1732—35, (৩০) Religion in Szechuan in China, (৩১) The Aboriginal Population of America, North of Mexico, (৩২) Fossil Footprints from the Grand Canyon: Third Contribution. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৩) Miss Mayo's Mother India—A Rejoinder (K. Nataranjan), (৩৪) The Rubaiyat Omar Khayyam by Edward Fitzgerald, (৩৫) A Son of Mother India Answers, (৩৬) Mother (Aurobindo Ghosh), (৩৭) Unhappy India, (৩৮) The Philosophy of the Upanisads, (৩৯) Hindu View of Life. The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch,—(৪০) Bas-reliefs of Badami (Memoirs of the Archaeological Survey of India No 25), (৪১) The Bakhshali Manuscript (New Imperial Series, Vol. XLIII,

Parts I & II), (৪২) The Chalukyan Architecture of the Kanarese Districts (New Imperial Series, Vol. XLII). The Director of Industries, Bengal—(৪৩) The Bleaching of Hosiery. The Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৪৪) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Twenty-Eighth Session, 1928, vol. xxviii, No I, (৪৫) Do. Vol. XXVIII No 2. শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস—(৪৬) A History of Bengali Literature, (৪৭) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays. শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—(৪৮) Deshbandhu Chitta Ranjan, vol, I, (৪৯) The Origin and Development of Numerals. শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—(৫০) The Development of Jaina Painting.

খ—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, সি আই ই,—মেম্বার, ইণ্ডিয়া কাউন্সিল, লণ্ডন, চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সান্যাল চৌধুরী, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ পুলিশ কোর্ট, ২ জাননগর দ্বিতীয় লেন, বেনিয়াপুকুর, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত হরিচরণ লাহিড়ী, সাঁত্রাগাছি, চৌধুরী পাড়া, পোঃ আঃ বেতড়, হাওড়া, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, স—ঐ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, মীরাট শাখা-পরিষদের সভাপতি, মীরাট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, স—ঐ, সদ ৫। শ্রীযুক্ত কালীসাধন প্রামাণিক, ১১৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চম্পটি, ১ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৭। শ্রীযুক্ত আবদুল মজিদ চৌধুরী এম এ, অধ্যাপক—ইসলামিয়া কলেজ, ৩০বি, ৩০সি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি, স—ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ঢোল, বনহুগলী, আলমবাজার, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুক্ত কমলকুমার ভড়, ২০ শিকদারবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, সদ—১০। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বি এ, প্রধান সংস্কৃতশিক্ষক, সারদাচরণ আর্য্য বিদ্যালয়, ৬২ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিরঞ্জন দত্ত, ৬।৫এ, রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, স—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত শশধর চক্রবর্ত্তী এম এ, হেড মাষ্টার, ডায়মণ্ড হারবার এইচ, ই স্কুল। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, "হারাণ-কুটীর', রাধামাধব গোস্বামী লেন, কলিকাতা। ১৪। শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস চট্টোপাধ্যায়, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, স—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২ রামাপুরা, কাশী।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-সভা

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, ৬ই জুন ১৯২৮, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় স্বরচিত "এস ঋত্বিক্ এস সুন্দর" ইতি রামেন্দ্র-স্তোত্র গান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-লিখিত 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর', শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়-লিখিত 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' এবং শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়-রচিত "রামেন্দ্রস্মৃতি-তর্পণ" নামক কবিতাগুলি পঠিত হইল।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্ মহাশয় "রামেন্দ্রসুন্দর' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধপাঠকদ্বয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক দুই জনেই মনোজ্ঞভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনকথা অতি সংক্ষেপ সুন্দরভাবে বলিয়াছেন, উভয়েই তাঁহার চরিত্রের বিভিন্ন দিক্ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই পরিষৎই তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ—তাঁহার নাম বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের তিনি অন্যতম নেতৃস্থানীয়, এ কথা সকলেরই জানা উচিত। তিনি না থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার প্রবেশাধিকার ও এত প্রসার হইত কি না সন্দেহ। অনেকেই বাঙ্গালা প্রচলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হইলেও এই বাঙ্গালাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলনের বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ ছিল। আমরা উভয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে মন্তব্য দিয়াছিলাম, তাহা মঞ্জুর হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দরের নাম, কার্য্য ও চরিত্র সুন্দর ছিল। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লোক আমি জীবনে আর দেখি নাই।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর মহা পণ্ডিত ছিলেন, বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন,—তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিমাপ করা আমার মত অশিক্ষিতের উচিত নহে। অমূল্যবাবু ও হেমবাবু তাঁহাদের প্রবন্ধে সুন্দরভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক কথাই বলেছেন। আমার বক্তব্য এই যে, আজকাল যে অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হচ্ছে, রামেন্দ্রবাবু সে কাজ অনেক আগেই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি অনুন্নত জাতি কথাটার ব্যাপক অর্থ ধরে কাজ করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তিনি এই আমার মত বিদ্বৎসমাজে অনুন্নতকে আদর করতেন ও হৃদয় থেকে আসন পেতে দিতেন। তিনি এত বিজ্ঞান

পড়েও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, ভক্তিরসে তাঁর হৃদয় ভরপূর ছিল। মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ও বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন—কিন্তু তাঁর ভেতরে এত রস দেখতে পেতাম না। হেমবাবু একটী বড় কথা বলেছেন। রামেন্দ্র বাবুর বাঙ্গালা ভাষার উপর এত ভক্তি ও নির্ভরতা ছিল যে, তিনি বলতেন, বাঙ্গালা ভাষাকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে—এর মধ্যে এমন সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা থাকবে, যা পড়বার জন্য বিদেশীকে বাঙ্গালা পড়তেই হবে। এ ভাব যত দিন বঙ্গসাহিত্যে না আসবে, তত দিন আমরা জগতে দাঁড়াতে পারব না। ঠিকই বলেছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলা পড়তে স্যর উইলিয়াম জোন্সকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল। এখন বাঙ্গলার অনেক উন্নতি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের, তথা বাঙ্গালার অনেক ভাল ভাল লেখা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হবে। রামেন্দ্রসুন্দর ছাত্রগণের উপর অপার আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন—তিনি স্নেহপরায়ণ ও আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সিম্প্যাথি না থাকলে প্রেম হয় না। তিনি তাঁহার জীবনে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের মেধা, চরিত্র, আগ্রহ, উৎসাহ, সকলই সুন্দর ছিল—তিনি সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন বলিয়া। তিনি বাঙ্গালা দেশকে গড়ে তোলবার জন্য তাঁর জীবন ব্যয় করেছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে গবর্ণমেণ্টের অনেক বড় বড় চাকরী পেতে পারতেন। তা না করে, বে-সরকারী রিপণ কলেজে থাকিয়া বাঙ্গালার যুবকসম্প্রদায়ের ভিতর বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগ জন্মাবার চেষ্টা করে গিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ ও ক্ষেত্রনাথ—এই ত্রয়ীর সমাবেশে বঙ্গদেশে বে-সরকারী কলেজগুলির মধ্যে রিপণ কলেজ শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। কি ভাবে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে, তা তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন—ভারতীয় চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা বুঝতে ও বুঝাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। ইংরেজির মোহে প্রলোভিত হয়ে তাঁরা দেশীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। বাঙ্গালাতেই তিনি পড়াতেন—বিজ্ঞানের জটিল কথাগুলি কি সুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় বোঝাতেন—তা যাঁরা তাঁর চরণপ্রান্তে বসে না শুনেছেন, তাঁরা জানেন না। এই পরিষদ্ তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি ও ব্যোমকেশ যেন দু'টি ভাই। কত বাধা, কত বিঘ্ন কাটিয়ে তাঁরা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এই পরিষদের সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। তিনি ছিলেন সম্পাদক—আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পরিকল্পনা ও এই পরিষৎ বঙ্গদেশে কি ভাবে দেশবাসীর একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হবে, তা তাঁর কাছে যা শুনেছি, তাতে হৃদয় পুলকিত হয়। বাঙ্গালী বাঙ্গালাকে যাতে চিন্‌তে পারে, তার জন্য তিনি অনেক উপায় করে গিয়েছেন। তাঁর অনেক লেখার ভিতরই তার পরিচয় আপনারা পাবেন। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই কথা বলিয়া তিনি ঐ পুস্তিকার অংশবিশেষ পাঠ করিলেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর পাণ্ডিত্য, চরিত্র, কর্ম্ম-

কুশলতা প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথাই আজ প্রবন্ধ দুইটি হইতে আপনারা জানিতে পারিলেন। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই পরিষদের বর্ত্তমান অবস্থা। পরিষদের যাহা কিছু উন্নতি ও প্রসার, তাহার সকলের মূলেই তিনি ছিলেন। পরিষদের চারিটি পায়ার মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর, ব্যোমকেশ মুস্তফী ও রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণ আজ স্বর্গগত—একমাত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুই বর্ত্তমান। আমাদের উৎসাহ উদ্যম থাকিলেও তাহা খড়ের আগুনের মত। পরিষদের দ্বারা দেশের যদি কিছু কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া থাকে, তবে তাহার মূলে রামেন্দ্রবাবু। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষার প্রবেশাধিকারের জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রবাবু অন্যতম প্রধান। বাঙ্গালায় শিক্ষা দিলে বাঙ্গালী ছাত্র যে বেশী শিখিতে পারে, তাহা তিনি রিপণ কলেজে দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালার প্রসার ও প্রচলন তাঁহার অমর কীর্ত্তি। তিনি কত কার্য্য করিতেন, তাহা শুনিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নানা শাখা-সমিতিতে, পরীক্ষার বোর্ডে, রিপণ কলেজে, পরিষদে তিনি নিয়তই একটা না একটা কাজে লিপ্ত থাকিতেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক Extension Lecture হইয়া থাকে—সবই ইংরেজিতে বক্তৃতা হয়। স্যর দেবপ্রসাদ তাঁকে বেদ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় যদি তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়, তবেই তিনি তাঁর আহ্বানমত বক্তৃতা করিবেন। স্যর দেবপ্রসাদ এই প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। তার ফলে বেদের যে অপূর্ব্ব বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। দেশের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি, দেশের আচার ব্যবহার, এ সকলেরই প্রতি তাঁর অসাধারণ প্রেম ছিল, তিনি কখনই আচারে ব্যবহারে পোষাকে দেশীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। পরিষৎ প্রতি বৎসরই তাঁর স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করিয়া উত্তম কার্য্যই করিয়াছেন। যদি তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাইতে আমরা না সমবেত হই, তবে আমাদের দ্বারা কোন্ বড় কাজ সম্ভব হবে, তাহা জানি না। আপনারা আজ তাঁর স্মৃতির পূজায় যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানিবেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি উৎসব

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৫, ১৯এ জুন ১৯২৮, শুক্রবার।

প্রাতে ৮টার সময় গোরস্থানে প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে কবিবরের পত্র-পুষ্প-শোভিত সমাধির সম্মুখে কবি ও কবি-পত্নীর উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয় এবং সমাধির উপর মাল্য অর্পিত হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী এবং সভাপতি মহাশয় কবিবরের নানা গুণাবলীর আলোচনা করেন।

অপরাহ্ণ ৩॥০ টায় বিশেষ অধিবেশন

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, নাট্যাচার্য্য গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয়-রচিত "কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে" শীর্ষক গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমাদের অমর কবি মধুসূদন আজ ৫৫ বৎসর হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৮২৪ খৃঃ সাগরদাঁড়ীতে তাঁহার জন্ম হয়। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশপ্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ২০।২২ বৎসর বয়সে তিনি মাদ্রাজ গমন করেন, সেখানে তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। পরে Atheniun কাগজের সহকারী সম্পাদক ও শেষে সম্পাদক হন। সেখানে এক কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তৎপরে তিনি ইউরোপ যান এবং ১৮৫৬ খৃঃ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ও হাইকোর্টে চাকরী করেন। তিনি প্রথমে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে রত্নাবলীর অনুবাদ করেন। বাঙ্গালার প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না; কেউ কেউ বলতেন, বাঙ্গালা ভাষাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। তিনি ইংরেজিতে Captive Lady এবং Vision of the Path নামে দুটি কবিতা লেখেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তখন হইতেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সুরু করিলেন। ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ৮।১০ খানি বই লিখেছিলেন। তাঁহার "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হইলে দেশে বড় হুলস্থুল পড়িয়া গেল—নানা লোকে, কাগজে তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন। তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ দান। উদ্দাম ছন্দে, অতুলনীয় ভাষায়, অনির্ব্বচনীয় ভাবে এবং সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে 'মেঘনাদ' সত্যই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কাব্য।

জাতি গঠন হিসাবে কবির স্থান সর্ব্বোচ্চে বলিতে পারা যায়। তিনি যে ভাবধারা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে। এই কাব্যেরও তীব্র ভাষায় অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। ক্রমে এই বিরুদ্ধভাব দূরীভূত হয়। তিনি নিজ জীবনেই দেখিয়া গিয়াছেন যে, দেশবাসী তাঁহার এই গ্রন্থের কত সমাদর করিয়াছে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। সে যুগে বাঙ্গালী ইংরেজী শিক্ষার মোহে পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ঘৃণা করিতেন, আর সংস্কৃত অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ছাড়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেন না। মধুসূদন তাঁহার অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভা দ্বারা দেশবাসীর চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার মধ্যে যে সব রত্নরাজি আছে, তাহার আলোচনা করিলে বঙ্গভাষা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

তৎপরে কবির পরলোকগমনের পর কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ যে অতুল্য ভাষায় কবির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন। এবং কবি তাঁহার প্রথম জীবনে বঙ্গভাষার প্রতি উপেক্ষা ও উদাসীনতা দেখাইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি নিজে অনুতপ্ত হইয়া যে কবিতা লিখিয়াছিলেন. তাহাও পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়-লিখিত "মধুসূদনের কাব্যে বৈষ্ণব কবিদিগের প্রভাব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধলেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া কবির উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, "কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে। তাঁর অত বড় বাড়ী নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব পুরীতে পর্য্যবসিত। একদিন ছিল, যখন সেই বাড়ী, সেই গ্রাম, সেই কপোতাক্ষী সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন ছিল। সে স্থানটি যে প্রকৃতই কাব্যের উৎস, তাহা এখনও দেখিলে মনে হয়। তিনি এ স্থানকে কত ভালবাসিতেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়—সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও জন্মভূমি ও জননীকে ভুলিতে পারেন নাই। তাঁর মা ধার্ম্মিকা, রমণী ছিলেন—তাঁর কাছ হতেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের সকল কথা শুনিতেন। আর আজ সে স্থানের কথা মনে হলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মনে হয়, এই কি সেই কবির জন্মভূমি! এখানেই কি তিনি মাতৃস্নেহ-ধারায় পুষ্ট হয়ে উত্তর কালে মাতৃজাতির মহিমা তাঁর নানা কাব্যে শতমুখে কীর্ত্তন করে ধন্য হয়েছেন, আর বাঙ্গালীকে ধন্য করেছেন? তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেও তাঁর মাকে ও জন্মভূমিকে ভোলেন নাই। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁর অনিষ্ট কিছু হয় নি—খৃষ্টানরা তাঁর জন্য অনেক করেছেন। তিনি Captive Lady লিখিবার পর Drinkwater Bethune সাহেব তাঁকে লেখেন যে, তোমার নিজের মাতৃভাষায় কাব্য লেখ—গৌরবের মুকুটমণি তোমারই প্রাপ্য হবে। সেই হতে তিনি অমর ছন্দে বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সেই সাগরদাঁড়ীতে কবির জন্মভূমিকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য আজ আপনারা কি কিছুই করবেন না? আমাদের এই দুরপনেয় কলঙ্করেখা কি আপনারা মুছাইবেন না? আসুন, সকলে মিলে চেষ্টা করি, যাতে তাঁর জন্মভূমিতে আগামী মাঘ মাসে

তাঁর জন্মতিথিতে কবির স্মৃতি স্থাপন করতে পারি। মনে রাখবেন, আগামী মাঘ মাসে সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করতে চাই।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবীর বক্তৃতার পর আর কিছু বলিয়া, তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব আপনাদের মন হতে মুছে দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা সকলে যাঁর যা সাধ্য, চাঁদা দিয়ে কবির জন্মভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করুন। যদি একজন বিদেশী এসে জানতে চান যে, কৈ তোমাদের বড় কবির জন্মস্থান—তাঁর স্মৃতি এখানে কি ভাবে রেখেছ? আমরা কি দেখাব? আমাদের এ দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করতেই হবে। আমার অনুরোধে, তিনি এই কাজের ভার লইয়া—সম্পাদকরূপে এ কাজে ব্রতী হউন। আমি তাঁহাকে এই কাজ করবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

অতঃপর কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনীর ও সাগরদাঁড়ীর স্মৃতিস্তম্ভের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়াকে এই দুইটী কাজের জন্য অগ্রণী হইতে অনুরোধ করিলেন। তৎপরে তিনি সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর বঙ্গীয় নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের এক অংশ অভিনয় করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় পরিষদের পক্ষে এই নাট্য-পরিষদের কর্তৃপক্ষ ও সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৬ই শ্রাবণ ১৩৩৫, ২২এ জুলাই ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। শোক-প্রকাশ—(ক) মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (খ) শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, (গ) রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুর এবং (ঘ) সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয়-প্রদত্ত দশভুজামূর্ত্তি, ৬। প্রবন্ধপাঠ—(ক) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়-লিখিত "গাজী সাহেবের গান" এবং (খ) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয়-লিখিত "শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ, ৭। বিবিধ।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকা-

নাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর তাঁহারা পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগুলি পরিষদে উপহার দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর এবং এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নলিখিত পরিষদের সদস্যগণের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। (১) মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (২) রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুর, (৩) শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং (৪) সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় মহাশয় তাঁহার স্বগ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জাড়া গ্রামে প্রাপ্ত একটি দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি দান করিয়া বলিলেন যে, এই ক্ষুদ্র ধাতুময়ী মূর্ত্তিটির বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিখুঁৎ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। এখানে দুর্গা, সিংহের পরিবর্ত্তে মহিষের উপর দক্ষিণ চরণ ন্যস্ত করিয়া দণ্ডায়মানা। এক ব্রাহ্মণ এই মূর্ত্তিটি সেবা করিতে অক্ষম হইয়া ইহা জলে ফেলিয়া দেন। এই মূর্ত্তি দানের জন্য শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কবাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লিখিত "গাজী সাহেবের গান" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু বলিলেন যে, প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় তাঁহার "শব্দ-সংখ্যা-লিখন-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধ বহু দিন পরিষদে পঠিত হয় নাই। আমি পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" ও "বঙ্গভাষা" নামক মাসিক পত্রে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সভাপতি মহাশয় উভয় প্রবন্ধের লেখক মহাশয়গণকে এবং ১ম প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমিও শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবুর সহিত একমত। তিনি প্রবন্ধে কৌটিল্যের দশমিক গণিত সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে অন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা পরিষদের পক্ষেও তাঁহাকে এই প্রবন্ধ লিখিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

তৎপরে তিনি বলিলেন যে, আগামী ১২ই ও ১৩ই শ্রাবণ রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে। আপনারা পরিষদের প্রতিনিধিরূপে এই অধিবেশনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। রঙ্গপুর হইতে এই বিষয়ে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সহকারী সম্পাদক।　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু রায়, ১৬ রাজাবাগান জংশন রোড, ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, সাব ডেপুটী, ঘাটাল, মেদিনীপুর, ৩। শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা গোলাপসুন্দরী দেবী এষ্টেটের নায়েব, কৃষ্ণনগর, নাঙ্গুলপাড়া, ভায়া খানাকুল, হুগলী। ৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, বৈরাগীর হাট, জলপাইগুড়ি, ৫। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ, বড়বেলতা, পোড়াবাড়ী, টাঙ্গাইল, ৬। শ্রীযুক্ত নন্দলাল কড়ুরি, ৫৪।৭ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক,—(১) হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ, (২) প্রীতিকুসুমাঞ্জলি, (৩) নারীর স্বর্গ, (৪) গীতার কথা, শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ২য় খণ্ড, (৫) বিধবা বিবাহ, (৬) অবতার-তত্ত্ব, (৭) পর্দ্দানশীন। শ্রীমতী পরিমল দেবী—(৮) পরিমল। ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৯) ধনদৌলতের রূপান্তর। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—(১০) অবতারতত্ত্ব। মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব—(১১) রামায়ণের কথা ও অন্তপূর্ব্বা বিবাহ। কুমার শ্রীযুক্ত সোমেশচন্দ্র দেববর্ম্মা ঠাকুর—(১২) দেশীয় রাজা। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সরকার—(১৩) প্রচার, ১ম বর্ষ, ১২৯১-৯২, (১৪) শিবপুর কলেজ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা হইতে ২য় বর্ষ ৮।৯ সংখ্যা, (১৫) উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ, (১৬) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত, (১৭) বিধবা বিবাহের নিষেধক, (১৮) অদ্ভুত রামায়ণ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক—(১৯) সোণার বাংলা, ১ম বর্ষ, (২০) ঐ, ২য় বর্ষ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দে—(২১) ফাঁকা আওয়াজ। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্যাল—(২২) আয়ুর্ব্বেদে ব্যবহার-বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ—(২৩) সনেট, (২৪) সেবিকা। শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—(২৫) সচিত্র নবযুগের কর্ম্মবীর।

Smithsonian Institution—২৫ (ক) World Weather Records, ২৬। Fossil Foot-prints from the Grand Canyon: Second Contribution, ২৭। Explorations and Field Works of the Smithsonian Instt.

1927. ২৮। Aboriginal Wooden Objects from Southern Florida, ২৯। Drawings by John Webber of Natives of the Northwest Coast of America 1778, ৩০। List of Paintings, Pastels, Drawings, Prints and Copper Plates by and attributed to American and European Artists together with a list of Original Whistleriana in the Peer Gallery of Art; Secretary, Indian Historical Records Commission—৩১। Bengal and Madras Papers, Vol. I (1670—88), ৩২। Do, Vol. II (1688—1759), ৩৩। Do, Vol. III (1757—85); Secretary, Sir Gooroodas Institution—৩৪। Remeniscences, Speeches and Writings of Sir Gooroodas Banerjee; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটর—৩৫। Life and Times of C. R. Das, ৩৬। Jamsetji Nusserwanji Tata; শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী—৩৭। *Nyayapravesa of Acharya Dinnaga, Part II (Tibetan Text).* Pandit Gattulalji Samstha—৩৮। Srimad Brahmasutranubhyashyam (4th Pada of Adhyaya 3rd); Bengal Agricultural Intelligence Club—৩৯। The Proceedings and Transactions of the Bengal Agricultural Intelligence Club, Dacca. 1923—24; Government of Bengal—৪০। Annual Report on the Working of Co-operative Societies in the Presidency of Bengal, ৪১। Report on the Administration of Bengal, 1926—27. Government of India—৪২। Memoirs of the Archæological Survey of India [Pallava Architecture, Pt. II]. No. 33, ৪৩। Statements Showing Progress of the Co-operative Movements in India, 1926—27, ৪৪। Epigraphia Indica, Vol. XIX, pt II, ৪৫। Do, pt. III, ৪৬। Do, pt. IV, ৪৭। Records of the Geological Survey of India, Vol. I—XI, pt. I. University of Calcutta—৪৮। Calcutta University Calendar, 1928, ৪৯—৫৬—Journal of the Department of Science, Vols. I to VIII, ৫৭—৬৫।—Manu-Smriti, Vols. I to IX, parts I and II, ৬৬।—Index to Do. Vols. I and II, ৬৭। Notes, Part I, Textual, ৬৮। Do. Part II, Explanatory, ৬৯। An English Tibetan Dictionary, ৭০। A Grammar of the Tibetan Language, ৭১। She-Rab Dong-Bu or Prajna Danda, ৭২। Sabdasakti-Prakasika, Pt. I, ৭৩। A Historical Study of the Terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism, ৭৪—৭৯। Asamiya Sahityar Chaneki, Vols. II, pts. I to IV and Vols. III, parts I and II, ৮০। Ancient Romic Chronology, ৮১। The first Outlines of a Systematic Anthropology of Asia, ৮২। The Hos of Saraikella, pt. II, ৮৩। Sources of Law and Society in Ancient

India, ৮৪। Hegelianism and Human Personality, ৮৫। The Aborigines of the Highlands of Central India, ৮৬। Kamala Lectures—1925 (Indian Ideals in Education), ৮৭। Do. for 1927 (The Rights and Duties of the Indian Citizen), ৮৮। The Surgical Instruments of the Hindus, Vol. I, ৮৯। Do, Vol. II, ৯০। History of Indian Medicine, Vol. I, ৯১। Do. Vol. II, ৯২। Rigveda Hymns, ৯৩। Socrates (in Bengali), Vol. I, ৯৪। Do. Vol. II, ৯৫। Fellowship Lectures, Vol. I, ৯৬। Do. Vol. II, part, ৯৭। Do. Vol. III, ৯৮। Do. Vol. IX, ৯৯। Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I, Do, Vol. II, (Padavalis and Biographies of Caitanya Deva), ১০০। Catalogue of Books in the Calcutta University Library, Social Science, Pt. I, ১০১। Do. Pt. II, ১০২। Do. English Literature, ১০৩। Do. History, Vol. II, ১০৪। Do. Pischel Collection. Government of India—১০৫। Memoirs of the Arhæological Survey of India [A New Inscription of Darius from Hamadan], No. 34.

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

২০এ শ্রাবণ ১৩৩৫, ৫ই আগষ্ট ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—রায় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট 'অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে, ময়মনসিংহবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় তাঁহার জন্য ময়মনসিংহ জেলার অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি অদ্য সেই সকল গীতি-সাহিত্য হইতে কয়েকটি নমুনা পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং সেগুলির রচনা-লালিত্য ও ভাব-মাধুর্য্য বিষয়ে ব্যাখ্যা করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বক্তা এই সকল গীতি-সাহিত্য যে সুন্দর ও মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যাখ্যা করিলেন,

তাহার পর বক্তৃতা করিয়া সে ভাব হৃদয় হইতে মুছিয়া দেওয়া উচিত নহে। তিনি এই সকল গ্রাম্য কবিতার প্রতি কত শ্রদ্ধাবান্, তাহা তাঁহার এই ব্যাখ্যা হইতে বেশ বুঝা যাইবে এবং তিনি এতটা শ্রদ্ধাবান্ না হইলে আমরা এই অপূর্ব্বই পল্লী-গীতিকা শুনিয়া সেগুলির প্রতি এত আকৃষ্ট হইতাম না। তাঁহার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অপূর্ব্ব। তিনি একাধারে ভাবুক, ঐতিহাসিক, কবি, জ্ঞানী, দার্শনিক, পল্লীর ভাবে অনুপ্রাণিত এবং এই জন্যই তিনি সব চেয়ে শ্রদ্ধাভাজন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, দীনেশ বাবুর বক্তৃতার পর আর বক্তৃতা করা উচিত নহে। তিনি যে সরল ও কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার ছাপ হৃদয়মধ্যে পড়িয়াছে। বক্তৃতা দ্বারা তাহা নষ্ট করা উচিত নহে। এই সকল পল্লী-গীতিকা হইতে তিনি দেখাইয়াছেন, ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের পল্লী-জীবন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আশা ভরসা, আচার ব্যবহার, সামাজিক লোকাচার, কেমন মধুর ছিল। তিনি যে আজ ৩।৪টি পালা শুনাইলেন, তাহা হইতে ২।৩টি নূতন চিন্তার উদয় হইল। সামাজিক আচার ব্যবহার প্রসঙ্গে, বিবাহ বিষয়ে তখন স্ত্রীপুরুষের স্বাধীনতা ছিল। ১৫।১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকার বিবাহের কথা লোকের মনে উঠিত না—গৌরীদান প্রথা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তন। এই যুগেও বালিকারা প্রাচীন কালের দময়ন্তী প্রভৃতির ন্যায় স্বয়ম্বরা হইতেন। এই পালাগুলি তখনকার দিনে জনশিক্ষার কত উপযোগী ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিতাপের বিষয়, এখন সে সব পালা গান উঠিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর চেষ্টায় ও স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেগুলির উদ্ধারের ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা উভয়েই দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আর একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তখনকার দিনে হিন্দুমুসলমানে কিরূপ গলাগলি ভাব ছিল। আজকালকার মত গলা কাটাকাটি ছিল না—তাহা এই সকল গীতিকা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য রাজনীতির চর্চ্চার ফলে আমরা ভাই ভাই পৃথক্ হইবার পথ খুঁজিতেছি।

তৎপরে তিনি বক্তাকে পরিষদের পক্ষে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়া আরও এ বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অদ্যকার সভায় উপস্থিত ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বেকার দুঃসময়ের দিনে মহারাজকুমারের নিকট বিশেষরূপ সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই বঙ্গভাষার সেবার সুযোগ পাইয়াছেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিখিলনাথ রায়
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র ১৩৩৫, ১৯এ আগষ্ট ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালার বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ এবং মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন—(ক) চিন্তামণি ঘোষ—ইনি এলাহাবাদের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্থাপয়িতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। (খ) রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী—ময়মনসিংহ বেতাগড়িনিবাসী এই সাহিত্যিকের বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দেশের অনেক সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। (গ) মহেন্দ্রনাথ করণ,—মেদিনীপুরের এই ঐতিহাসিক বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'হিজরীর মসনদ-ই-আলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এ সংগ্রহ অতি সুন্দর হইয়াছে। যদি ধূয়ার ক্রমবিকাশের ধারা এই সঙ্গে আলোচিত হইত, তবে প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যে সকল ধূয়া অতিরিক্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইল, সেগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা লেখক মহাশয় জানাইলে ভাল হয়।

(খ) "বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্যতম সহকারী সম্পাদক কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, বর্গীর আগমনের বিষয়, মহারাষ্ট্রপুরাণে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থের লেখক ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। পুরাণে কান্নাকাটির ভাবই বেশী. তাহা হইলেও আমাদের নিজেদের কোথায় কি ত্রুটি ছিল, তাহা আমাদের জানা দরকার। এ বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে একটি নূতন পুথির সন্ধান পাওয়া গেল। লেখক মহাশয় আমাদের ধন্যবাদভাজন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। প্রথম প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু বিশেষ সহিষ্ণুতা সহকারে সমস্ত ধূয়া সাহিত্য মন্থন করিয়া আজ আমাদের শুনাইয়া বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ধ্রুবতা বা ধ্রুব শব্দের অর্থ এই যে, নিবিড় ও নিবিষ্ট ভাবে যে বিষয় চিত্তে অঙ্কিত করে, তাহাই ধ্রুব বা ধূয়া। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু বলিয়াছেন যে, মূল গায়ক বা দোহারগণ পদ গাহিতে গাহিতে পদের যে অংশে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে, তাহাই ধূয়া—এ কথা ঠিক। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু এই ধূয়ার যে বিভাগ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই আমরা ধূয়ার ক্রমবিকাশ জানিতে পারিব। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' সঙ্গীতের সহায়ক যে অংশ, তাহাকেই গানের ধ্রুবতা, এই নাম দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু আজ উপস্থিত না থাকিলেও তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম। মহারাষ্ট্রগণের হাঙ্গামার বা বর্গীর হাঙ্গামার অনেক বিবরণ আগে আগে বাহির হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' বাহির হইয়াছে। এই পুরাণ ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে লেখা। ইহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে আর কোন Record আছে কি না, তাহা এখনও আমরা জানি না। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চিত্রচম্পূ (১৭৪৪) গ্রন্থে কিছু উল্লেখ আছে। Talboit Wheeler তাঁহার Early Records of Britfsh India গ্রন্থে বর্গীর হাঙ্গামার কথা কিছু কিছু লিখিয়াছেন। পারসীতে 'তারিখে উইসুফী'তে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। উক্ত চিত্রচম্পূতে জানিতে পারা যায় যে, ১৭৪২ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। মার্হাট্টাদের বখরে কিছু কিছু পাওয়া যায়, চিত্রসেনের বিবরণ-প্রবন্ধে এ কথা আছে। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু একখানি নূতন পুস্তকের সন্ধান দিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদান করিলেন।,—

(ক) হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক—"নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয়কে প্রদত্ত হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। হেমচন্দ্র স্মৃতিতহবিলের অর্থ হইতে এই পদক দেওয়া হইল।

(খ) জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক—"মাইকেলের ছন্দ" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয়কে এই পদক দেওয়া হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ

সোম কবিভূষণ। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থ হইতে এই পদক প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক—"অক্ষয়কুমার বড়ালের নারী-চরিত্র" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী মহাশয়াকে এই পদক দেওয়া হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিলের অর্থ হইতে এই পদক দেওয়া হইল।

গগনচন্দ্র পুরস্কার ৫০৲—"স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী মালতী-মালা তত্ত্বদীপিকা মহাশয়াকে দেওয়া হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই-ই। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই অর্থ দান করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় পদক ও পুরস্কারদাতৃগণকে এবং প্রবন্ধ পরীক্ষকগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার　　　　　　শ্রীনিখিলনাথ রায়
সহকারী সম্পাদক।　　　　　　　　　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। ডাঃ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রক্ষিত বি এস্-সি, এম্ বি, মহেশতলা লেন, হুগলী, ২। শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যরত্ন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বরিশাল-শাখা, বরিশাল, ৩। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, গৌহাটী, ৪। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ, ১০৫ গ্রে ষ্ট্রীট, ৫। মৌলভী মহম্মদ ইশাক্ এম এ, বি এল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ৬। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, মীরাট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ হালদার—১। ইন্‌ফ্যান্টাইল লিভার বা শৈশবীয় যকৃৎ-বিকৃতি; শ্রীযুক্ত রায় সাহেব ডাক্তার দিবাকর দে—২। গো-পালন ও চিকিৎসা; শ্রীযুক্ত কে পি দে—৩। আকাশগঙ্গা; কপিল মঠ—৪। শান্তিধামের পথ; শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী—৫। হিমালয় পরিভ্রমণ, ৬। সীতাচিত্র, ৭। ঝরা ফুল; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৮। অস্পৃশ্যের মুক্তি, ৯। বোঝা পড়া; The Secretary, Pt. Gattulalji Samstha—১০। Srimad Brahmasutranubhashyam, 3rd Pada of Third Adhyaya; Bengal Government—১১। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1927; Government of India, Education Deptt.—১২। Catalogue of the

Home Miscellaneous Sreies of the India Office Records, by S. C. Hill ; Ram Krishna Mission Sevashram, Rangoon—১৩। Seventh Annual Report of the Ram Krishna Mission Sevashram, Rangoon, 1927 ; ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সান্যাল—১৪। Vegitable Drugs of India ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—১৫। Miscellany.

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৩১এ ভাদ্র ১৩৩৫, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়-প্রদত্ত এবং কান্দী হইতে সংগৃহীত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, ৫। প্রবন্ধপাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্যশব্দ সঙ্কলন" এবং (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এস্-সি, এম্:ডি মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত তৃতীয় বিশেষ এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এড্‌ভোকেট্ মহাশয় কান্দীর অন্তর্গত সালার গ্রামে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, মূর্ত্তিটি পালরাজগণের পূর্ব্বযুগের। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি ইতিমধ্যে এদেশে পাওয়া যায় নাই। কান্দীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়ের অনুরোধক্রমে সালারনিবাসী শ্রীযুক্ত এ জ্যাকেরিয়া মহাশয় ইহা পরিষদে দান করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জ্যাকেরিয়া সাহেব এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে পরিষদের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

৩রা ভাদ্র ১৩৩৫, ১৯এ আগষ্ট ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালার বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৫। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ এবং মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন—(ক) চিন্তামণি ঘোষ—ইনি এলাহাবাদের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্থাপয়িতা ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। (খ) রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী—ময়মনসিংহ বেতাগড়িনিবাসী এই সাহিত্যিকের বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দেশের অনেক সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। (গ) মহেন্দ্রনাথ করণ,—মেদিনীপুরের এই ঐতিহাসিক বহু কাজ করিয়া গিয়াছেন ও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে 'হিজরীর মসনদ-ই-আলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় প্রবন্ধলেখককে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এ সংগ্রহ অতি সুন্দর হইয়াছে। যদি ধূয়ার ক্রমবিকাশের ধারা এই সঙ্গে আলোচিত হইত, তবে প্রবন্ধটি অতি উপাদেয় হইত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ মহাশয় লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, যে সকল ধূয়া অতিরিক্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইল, সেগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা লেখক মহাশয় জানাইলে ভাল হয়।

ডাঃ শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়—৬। শ্রীশ্রীগুরু-গীতা; রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—৭। স্বাস্থ্য-পঞ্চক; রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক—৮। উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৯। শরৎ গ্রন্থাবলী ৩।৪।৫ম ভাগ; ১০। বৃহত্তর ভারত, ১১। দামোদরের মেয়ে, ১২। Aggressive Hinduism, ১৩। The British Dominions Year Book, 1923; Bengal Government—১৪। Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency, ১৫। Council Proceedings Official Report, Bengal Legislative Council, 29th Session, 1928, ১৬। Seventh Quinquennial Report on the Progress of Education in Bengal for the years, 1922-23 to 1926-27; Government of India—১৭। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XLIX. Pt. 2, ১৮। Twenty-ninth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India, 1928; Government of Burma—১৯। Report on the Rangoon Town Police for the year 1927; The University of Calcutta—২০। Journal of the Department of Letters, Vol. XVII. 1928, ২১। The University Calendar for the year 1924, Pt. II, Supplement 1925 and 1926; The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—২২। Report of the Archaeological Department of H. E. H. the Nizams' Dominions for the year 1335 F/ 1925-25 A.D.

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৭ই আশ্বিন ১৩৩৫, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥-টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—(ক) কান্দী মহকুমার অন্তর্গত গীতগ্রাম হইতে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা, জপমালা, শীল প্রভৃতি এবং তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়ের ও সংগ্রাহকের বক্তব্য, এবং (খ) মৌলভী আবুল মোক্তার এবং তাঁহার পুত্র মৌলভী এ জাকেরিয়া মহাশয়-প্রদত্ত ও সালার হইতে সংগৃহীত দশভুজামূর্ত্তি, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত "কবিরাজ গোবিন্দদাস" এবং (খ) শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "কঙ্কেলি পুষ্প" নামক প্রবন্ধদ্বয়, ৬। বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উহাদের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, এড্‌ভোকেট মহাশয় মহিষমর্দ্দিনী দশভূজামূর্ত্তিটি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারই অনুরোধে সালার-নিবাসী মৌলভী আবুল মোক্তার এবং তাহার পুত্র মৌলভী এ জাকোরিয়া সাহেব এই মূর্ত্তিটি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদে এ পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর মূর্ত্তি সংগৃহীত হয় নাই। মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ পালরাজগণের সময়ের। পরিষদের পক্ষে মূর্ত্তি-উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

(খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুর থানার নিকট গীতগ্রামে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয়ের আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রা, শীল, জপমালা প্রভৃতি প্রদর্শন করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের, যথা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত কে এন্ দীক্ষিত মহাশয়গণের মতে এই সকল মুদ্রা পুরাণ জাতীয়। তাহা হইলে মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ দুইশত বৎসরের পূর্ব্বেকার। যে মোহরের ছাপ (শীল) পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে 'চন্দ্র' কথাটি উৎকীর্ণ আছে বলিয়া অনুমিত হয়, শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় বলিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তরাজবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের মোহরের ছাপ। জপমালার দানাগুলিও ঐ সময়কার কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। যে ইষ্টকখণ্ডে অশ্বারোহীর মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহাও ঐ সময়কার বলা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের দ্বারা গীতগ্রামের ডাঙ্গাটি খননের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

তৎপরে মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয় গীতগ্রামের প্রাচীন কথা বলিয়া দ্রব্যগুলি প্রাপ্তির বিবরণ প্রদান করেন। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে,—

১। চতুষ্কোণ মুদ্রা ১০টি, ২। গোলাকার ও অর্দ্ধ গোলাকার মুদ্রা ৩টি, ৩। একটি শীল, ৪। তিনটি ছাঁচ, ৫। অশ্বারোহী মূর্ত্তিযুক্ত একখণ্ড ইষ্টক, ৬। জপমালা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে আবিষ্কারক মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, এই সকল দ্রব্যের চিত্র, শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর মন্তব্য এবং উক্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হউক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সত্বরে

মুরশিদাবাদ-কান্দীর অন্তর্গত গীতগ্রামের ডাঙ্গা এবং মুরশিদাবাদ-রাঙ্গামাটির কর্ণসুবর্ণের স্তূপ খনন করিবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের একজন মুসলমান ভ্রাতা আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার উপকরণ উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। মোল্লা বরীউদ্দীন আহমদ মহাশয় আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এই খননকার্য্যের ভার গবর্মেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের উপর ন্যস্ত না করিয়া পরিষৎ নিজেই এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ স্থানটি এখনও Protected Monument বলিয়া ঘোষিত হয় নাই, এ জন্য পরিষদের পক্ষে এ কাজে হস্তক্ষেপ করিতে বাধা নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরে বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত অনুকূলবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সমীচীন। কিন্তু তিনি পরিষদের আর্থিক অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন বলিয়া এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজে পরিষৎকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে দান পাওয়া যায়, বা যাইবে তাহা সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে, উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। স্থানটি খনন সম্পর্কে অনেক আনুষঙ্গিক কাজ আছে। প্রথমতঃ স্থানটি সংগ্রহ করিতে হইবে—ইহাতে অনেক হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টের এই বিভাগটি এ দেশের অর্থে ই চলিতেছে। আবিষ্কৃত দ্রব্যগুলিও এদেশে থাকিবে। তবে গবর্ণমেণ্টের হাতে এ কাজ অর্পণ করায় ক্ষতি কি হইতে পারে? আমি জানি, আর্কিওলজিক্যাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয়ের এইস্থান খনন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ আছে।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আমার মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমাতেই বাড়ী। গীতগ্রাম আমাদের বাড়ীর কাছে। এ অঞ্চল বহু প্রাচীন। বাজারসাহু বা বজ্রাসন বিহারবাটী, একডালা, ফতেপুর প্রভৃতি অতি প্রাচীন স্থানে প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়। পরিষৎ যদি আবশ্যক বিবেচনা করেন, তবে তিনি কিছু মূর্ত্তি পরিষদের জন্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশ ও আদেশে তাঁহার ছাত্র ও পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীমান্ রবীউদ্দীন আহমদ বি এ দেশের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যে ব্রতী হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের যে অমূল্য উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐতিহ্য ভাণ্ডারে তাহা মহার্হ রত্নরূপে সাদরে গৃহীত হইবে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, এই সকল আবিষ্কৃত দ্রব্য খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর নমুনা। এই অনুমান সত্যে পরিণত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অলিখিত অধ্যায়ের বিবরণ লিখিত হইবে। গীতগ্রাম স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। এই স্থান রাঢ়ের পূর্ব্বতন রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হয়। মহারাজ শশাঙ্ক যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বর্ত্তমান ছিলেন, ঐতিহাসিকগণ তাহা বলিয়াছেন। চন্দ্র নামাঙ্কিত মৃণ্ময় মুদ্রা দেখিয়া মনে হয়, এই চন্দ্র সম্ভবতঃ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের কোন পূর্ব্বপুরুষ। রাঢ়ে স্বতন্ত্র গুপ্ত রাজ-বংশের

অস্তিত্ব-জ্ঞাপক এই নিদর্শন ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। "পুরাণ" মুদ্রাগুলি দর্শনীয় বস্তু। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কাঁচখণ্ড আমাদিগকে হারাপ্পণ-মহেঞ্জোদারোর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যান্য উপকরণগুলিও বিস্ময়জনক। সুহ্ম যে রাঢ় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে রাঢ়ের সীমানা বহুবিস্তৃত ছিল। শশাঙ্কের সময় অথবা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতেই এই সুহ্ম বা রাঢ় দেশ লইয়াই কর্ণসুবর্ণ রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় তথা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিক্ হইতে এই কর্ণসুবর্ণের ঐতিহ্যের মূল্য যে কত, তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং সভাপতি মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কানসোনা বা রাঙ্গামাটী তথা গীতগ্রামের স্তূপ খননের জন্য বাঙ্গলার প্রত্নপূর্ত্ত-বিভাগের কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, এই প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। আমি অধ্যাপক সুনীতিকুমারকে এবং শ্রীমান্ রবীউদ্দীনকে পুনরায় ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট আমাদের দেশের পুরাকীর্ত্তি উদ্ধার ও রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ভারতবাসীর অর্থ হইতেই এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এ জন্য আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ নাই। আমাদের পরিষদের চিত্রশালা-সমিতি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্রব্যবহার করিবেন।

৫। (ক) সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় লিখিত "কবিরাজ গোবিন্দদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু তাঁহার এই প্রবন্ধে গোবিন্দদাসকে মৈথিলী কবি বলিতেছেন। অবশ্য গোবিন্দদাস নামে একজন মৈথিলী কবি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার 'কবিরাজ' উপাধি ছিল কি না, তাহা জানা যায় না; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুও তাহা বলিতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ-দাসকে—যাহার পদাবলী শুনিয়া জীব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি তাঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়াছিলেন, তাঁহার পদাবলীতে বাঙ্গালার রাজারও নাম আছে—

"প্রতাপ আদিত ও রসে ভাসিত
দাস গোবিন্দ গান।"

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী এত ভাল মৈথিলী ভাষা শিখিতে পারে না। অথচ তিনি ইহাও বলিতেছেন যে, সেকালে বাঙ্গালীরা মিথিলায় গিয়া বিদ্যা শিখিয়া আসিত। মৈথিলী গোবিন্দদাস দ্বারবঙ্গের রাজবংশীয়। আর বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শেষ জীবনে মুরশিদাবাদের তিলিয়া বুধুরীতে বাস করেন। কোন্ পদ কোন্ গোবিন্দ-দাসের রচিত, তাহা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় ভাষাতত্ত্ববিদেরা স্থির করিয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে, কবি-পরিচয়ের দিক্ হইতে এবং রসের ধারার দিক্ হইতে এমন কিছু নাই যাহাতে গোবিন্দ যাকে কবিরাজ গোবিন্দদাস বলিয়া গ্রহণ করা যায়। বাঙ্গালার বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের—ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে যিনি কবিরাজ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামীপাদ যাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দিয়া পদাবলী

সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহার অতুলনীয় পদাবলীর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা বাঙ্গালার কীর্ত্তন শ্রবণে অভ্যস্ত অতি সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালায় বহু পরিচিত। বাঙ্গালী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির ধারা অনুকরণ করিয়াছেন, সুতরাং ২।১টা মৈথিলী শব্দ থাকিলেই প্রমাণিত হয় না যে, কবি মিথিলা-বাসী। বাঙ্গালায় এবং ব্রজবুলীতে রচিত ইহাঁর সুন্দর সুন্দর পদ আছে। পদাবলী-সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় কয়েকটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু এ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের প্রবন্ধের খণ্ডন-মণ্ডন কিছুই করেন নাই। এ হিসাবে অদ্যকার প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। আমরা পদাবলী-সাহিত্যে এগার জন গোবিন্দদাসের নাম পাই। তাহার মধ্যে হয় ত বা ঝা কবি অন্যতম। তাঁহার দুই একটা পদ পদকল্পতরুতে স্থান পাইয়াছে বলিয়াই যে তিনি কবিরাজ গোবিন্দদাস হইবেন, এমন কি কথা আছে? আজকাল নানা জনের প্রচেষ্টার ফলে নানা রকমের উপকরণ আবিষ্কৃত হইতেছে। সুতরাং এখন কোন কথা বলিতে হইলে সব দিক্ দেখিয়া বেশ নিরপেক্ষ ভাবেই কহিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু ২৫।৩০ বৎসর আগে চেষ্টা করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী। আমরা ১১।১২ জন গোবিন্দদাস এ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। কি কি কারণে মিথিলার গোবিন্দদাস মহাকবি, তাহা এ প্রবন্ধে পাইলাম না। রসের, ভাবের ও ইতিহাসের দিক্ দিয়া কোন্ কবি বাঙ্গালার, কোন্ কবি মিথিলার, তাহা বিচার করিতে হইবে। এ প্রবন্ধে অনেক বাদ-প্রতিবাদ উঠিবে তাহা জানিতাম। সাহিত্য-শাখায় এ বিষয়ের আলোচনাকালে বলিয়াছিলাম যে, একটা সত্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা যদি এই প্রবন্ধ প্রকাশে হয়, তবে তাহা করা হউক। এই জন্যই আজ এই প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, মানসীতে তিনি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের এক প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহাতে পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস বাঙ্গালী নহেন, এই মতের প্রতিবাদ আছে। ঐ প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির পদাবলীর যে সংস্করণ পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাপতির পদের খাঁটি মৈথিলীরূপ দিয়াছিলেন। অদ্যকার প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কবিকে মৈথিলীরূপে প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তিনি বলিতে চান, গোবিন্দদাস নামে একজন মৈথিলী কবি ছিলেন, তাঁর পদ বাঙ্গালায় চলিয়া গিয়াছে। তিনি যদি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতেন, তাহা হইলে এমন কথা বলিতেন কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর সহিত এ বিষয়ে একমত। এ প্রবন্ধে মৈথিলী কবি গোবিন্দদাস যে কবিরাজ গোবিন্দদাস, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। উদ্ধৃত পদে যে রসের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা হইতে তাঁহাকে মৈথিলী কবি বলা যায় না।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য প্রবন্ধ-লেখক সভায় উপস্থিত নাই।

স্বর্গীয় সারদাবাবু বিদ্যাপতির পদাবলী আনিয়া আমাকে দেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি মৈথিলী ভাষা জানেন, তিনি ইহা সম্পাদন করিবেন। তিনি দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে গিয়া মৈথিলী পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া আরও উপকরণ লইয়া আসেন। তারপর বিদ্যাপতির পদাবলী এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি মৈথিলী ভাষা জানেন, অতএব তাঁহার কথা শোনা উচিত। তিনি যে খাতায় মৈথিলী কবি গোবিন্দদাসের পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া গিয়াছে। এই জন্য তিনি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা আমাদিগকে জানাইতে পারিতেছেন না।

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়-লিখিত "কঙ্কেলীপুষ্প" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, Roxburghএর পুস্তকে অশোকের কথা আছে। উহা সাদা কি লাল ফুল, তাহার উল্লেখ নাই। সাদাফুলের কথা অন্যত্র পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়। যোধপুরে কোন জায়গায় কঙ্কেড় আছে কি না, তাহা জানা যায় না। তবে মালোয়ারে আছে এবং তাহা অশোক-জাতীয়। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী
সভাপতি

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম এ, ১ মধুরায় লেন, ২। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সাহা, ৮।১ এ রামকৃষ্ণ লেন, ৩। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গুহ বি এ, ১ নন্দকিশোর ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নরদেব শাস্ত্রী বেদতীর্থ—১। ঋগ্বেদালোচন (হিন্দী); শ্রীযুক্ত স্বামী রুদ্রানন্দ গিরি—২। রুদ্রানন্দ লহরী ; রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—৩। Health of Calcutta ; Government of Burmah—৪। Report on the Police Administration of Burmah for the year 1927, ৫। Annual Report on the Working of the Burmah Government Medical School, Rangoon, for the years 1927-28, ৬। Notes and Statistics on the Hospitals and Dispensaries in Burmah for the year 1927.

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২১এ আশ্বিন ১৩৩৫, ৭ই অক্টোবর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "উড়িষ্যায় বাশুলী" এবং (খ) শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয়-লিখিত "'শ্রীকর নন্দী, বিজয়পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত'-আলোচনা" নামক প্রবন্ধদ্বয়। ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্‌সি (এডিন), এফ আর ই এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয় তাঁহার "'শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত'-আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক যে পুথিখানির উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা অনেক পরে পাওয়া গিয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রভৃতি নানা জনে এ বিষয়ে নানা কথা বলিয়াছেন। আরও পুথি না পাওয়া গেলে কিছু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, বা জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। প্রবন্ধ-লেখকের পরিশ্রম বিশেষ প্রশংসার্হ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদভাজন। তবে এ সকল বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা বা চট্টগ্রামে এই সকল মহাভারতের পুথি আরও পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করিলে এই শ্রেণীর পুথিসংগ্রহ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। যথেষ্ট পুথি পাইলে সে বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হয়।

(খ) শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের লিখিত "উড়িষ্যায় বাশুলী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। বাশুলী দেবী কোন্ দেবী, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। নানুরে গিয়া

দেখিয়াছি যে, সেখানে চণ্ডীরূপে পূজিতা বাশুলী দেবীকে কেহ কেহ চণ্ডী, কেহ বা সরস্বতী দেবী বলেন। কাশ্মীরে এক বিখ্যাত স্থানে বাশুলী দেবী আছেন। বর্দ্ধমান ও বীরভূমের নানাস্থানে বাশুলী দেবী আছেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালার সকল বাশুলীই মানুষ-মুখী। বিশালাক্ষী ও বাশুলীকে অনেকে এক বলেন, তাহা নহে। ছাতনায় বাশুলীমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাঁহার মুখ মানুষের মুখ—তাঁহার হস্তে অস্ত্র-শস্ত্র আছে। লেখক মহাশয় ঘোড়ামুখো বাশুলীর সংবাদ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন। এই বাশুলীকে লেখক গ্রাম্যদেবতা মনে করেন। তাঁহার এ অনুমান সত্য হইতে পারে। কারণ তিনি 'আলাই' দেবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃতে 'আলী' শব্দ আছে, অর্থ দেবী। এই হিসাবে বাশুলী গ্রাম্য দেবতা হইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, ঘোড়ামুখো বাশুলীর বিবরণ দেখিয়া তাঁহাকে চণ্ডীদেবী বলিয়া মনে হয় না।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত *ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এড়েণ্ডা, যশোহর,* ২। *অধ্যাপক* শ্রীযুক্ত *বাণেশ্বর* দাস, বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া, ২৪ পঃ, ৩। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, নন্দনপুর, হাওড়া, ৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত সীতানাথ প্রধান এম এ, পি-এচ্ ডি, ১।১এ গোয়া-বাগান ষ্ট্রীট, ৫। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, কাত্যায়নী ষ্টোরস্, ৩৬ রসা রোড, সাউথ, টালীগঞ্জ, ৬। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন, ১২ গোপালচন্দ্র লেন।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ—১। পুরাতনী, ২। ঘরের কথা, ৩। স্রোতের ঢেউ; শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ—৪। শোক ও সান্ত্বনা; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—৫। গিরিশ-প্রতিভা, ৬। দেশবন্ধু স্মৃতি; শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—৭। শান্তা; Bengal Government—৮। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1927; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক—৯। Introduction to Vedanta Philosophy (Sreegopal Basu Mallik Fellowship Lectures for 1927).

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ২৫এ নবেম্বর ১৯২৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালার জন্য রাঁচি-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ মহাশয়-প্রদত্ত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের কেশগুচ্ছ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদর্শন এবং রাজার জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় স্বনামধন্য পিতা রাখালদাস হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক বিলাত হইতে সংগৃহীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মস্তকের কেশগুচ্ছ পরিষদের চিত্রশালায় রাখিবার জন্য দান করিয়াছেন। এই কেশগুচ্ছ স্বর্গীয় রাখালদাসবাবু মিস এস্‌লিন মহাশয়ার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই কেশগুচ্ছের সঙ্গে রাজার জীবনীসংক্রান্ত কতিপয় চিঠিপত্রও তিনি রাখালবাবুকে দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবু সেগুলিও পরিষৎকে দান করিয়াছেন। রাজার জন্মভূমি রাধানগরে যে স্মৃতি-মন্দির প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই, হইলে সেখানে এগুলি স্থান পাইতে পারিত। সেই স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন যিনি করিয়াছিলেন, সেই বরেণ্য মহিলা শ্রীমতী হেমলতা দেবী আজ সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। তিনিও সেদিনকার ভিত্তিস্থাপনের রৌপ্য কর্ণিকটি পর্য্যন্ত আজ পরিষদে দান করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মস্তকের কেশগুচ্ছ প্রদর্শন করিলেন এবং রাজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ কতকগুলি পত্র প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের নিকট হইতে এই সকল মহামূল্য দ্রব্য প্রাপ্তির বিবরণ পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। অতঃপর রাজার স্মৃতির সহিত বিজড়িত এবং পরিষৎকে ভবিষ্যতে দান করিবার বিষয় জানাইয়া শ্রীযুক্ত সুকুমারবাবু তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাও তিনি পাঠ করিলেন। তৎপর ১৯১৬ খৃঃ রাজার জন্মভূমি রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকালে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহাশয়া যে রৌপ্যকর্ণিকটি উপহার পাইয়াছিলেন তাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী রাজার কেশগুচ্ছের সঙ্গে এই কর্ণিকটি যাহাতে পরিষদে স্থান পায়, তজ্জন্য ইহা তিনি পরিষৎকে দান করিলেন। তিনি আজ স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট ধন্যবাদ জানাইতেছেন। অতঃপর এই কেশগুচ্ছ রক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ মহাশয় যে সুদৃশ্য আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর ভারতের বর্ত্তমান জাগরণের যুগ রাজা রামমোহন রায়ের নিকট কি পরিমাণে ঋণী, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তাঁহার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় জানাইলেন যে, বরাহনগরে 'শশিপদ ইন্‌ষ্টিটিউটে' রাজার ব্যবহৃত রুমাল ও উপবীত রহিয়াছে। পরিষৎ যদি সেই সভার কর্তৃপক্ষের নিকট চেষ্টা করেন, তবে সেগুলিও পরিষদের চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইতে পারে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আজ আমাদের একটী স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মস্তকের পবিত্র কেশগুচ্ছ পরিষদে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম। আজিকার মত ক্ষেত্রে অন্য দেশে তুমুল আন্দোলন হইত, আর আমরা স্থির-ধীরভাবে বসিয়া আছি—এই পুণ্যদিনে ঘরের বাহির হইয়া রাজার স্মৃতি চিহ্ন দেখিতে ছুটিয়া আসিবার কথা মনেও ভাবিলাম না। যাহা হউক, আজ আমরা অবনত-মস্তকে শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহোদয়ার নিকট ও শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর পাঁচ বৎসর পরে রামমোহনের শতবার্ষিক মৃত্যুদিবস আসিবে। রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-মন্দির সম্পূর্ণ হইল না। এ জন্য রামমোহনের স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ও আমি—আমরা লজ্জায় অধোবদন। গোলাপসুন্দরী এষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আজ উপস্থিত আছেন। আমরা এই ৫ বৎসর ধরিয়া দেশবাসীকে এই অসম্পূর্ণ স্মৃতি-মন্দিরটির সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য জানাইতে থাকিব। বিলাতে রাজার আদিসমাধি Stapleton Grove দেখিয়াছি, কোন চিহ্নমাত্র নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় Arno's Valeতে সে সমাধি স্থানান্তরিত হইয়াছে। সে দেশে ইংলণ্ডের লোকে এখনও রাজার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে, আমরা তাহার কিছুই করি না। বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী কি ঋণে রাজার নিকট ঋণী, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে—কি স্বদেশপ্রীতি, কি শিক্ষা-বিস্তার, কি সমাজসংস্কার, সকল বিষয়েই তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা ছিল বলিয়া আজ বাঙ্গালী জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। যাহা হউক, আজ শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর চেষ্টায় ও শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর অনুগ্রহে পরিষৎ রাজার স্মৃতিরক্ষার যে ব্যবস্থা করিলেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। আমরা আশা করি, তিনি এই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ২রা ডিসেম্বর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মাননীয় সতীশরঞ্জন দাশ এম্ এ, বার এট-ল, (খ) অতুলকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল, (গ) রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এম্ এ, বি এল, এফ এস্ এল্, (ঘ) মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, (ঙ) কুঞ্জবিহারী বসু বি এল্ এবং (চ) পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয়-লিখিত "রামগিরি" নামক প্রবন্ধ, ৬। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পরিষৎকে ২১৫ খানি পুস্তক-পুস্তিকা, ৪৫খানি ইংরেজি সাময়িক পত্রের খণ্ড, ৯৪খানি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের খণ্ড ও ৩০খানি স্কুলকলেজের পাঠ্য সাময়িক পত্রের খণ্ড দান করিয়াছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম এ মহাশয় এই পুস্তক দান সম্বন্ধে পরিষৎকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এই জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় পরিষদের হিতৈষী সদস্য মাননীয় সতীশরঞ্জন দাশ এম্ এ, বার এট্-ল মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, স্বর্গীয় দাশ মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের বারের প্রতিভাবান্ রত্ন ছিলেন এবং তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল ও পরে ভারত গবর্মেণ্টের ল-মেম্বার হইয়াছিলেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতে শিক্ষার জন্য পাঠান। ২২ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করিয়া, এ দেশে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসেন। এত দিন বিলাতে থাকিয়াও তাঁহার দেশের প্রতি প্রীতির হ্রাস হয় নাই। দেশে থাকিয়া যাঁহারা দেশকে ভালবাসেন, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা দেশকে কম ভালবাসিতেন না। তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে তিনি স্বগ্রামে যান। সেখানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, শিক্ষাগার স্থাপন, নিঃস্ব মহিলাদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দেশের সেবা করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ও প্রীতি যথেষ্ট ছিল।

আমি একবার গৌড় পাণ্ডুয়া ভ্রমণ করিয়া আসিলে আমার পাড়ার যুবকেরা একটা সভা করেন; তাহাতে আমি তথাকার বিষয় বলি। তিনি সেই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি সেই সভায় সুন্দর ও মার্জ্জিত বাঙ্গালাভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হই। তিনি দেশের সেবা যে ভাবে করিতেন, তাহাতে অনেকের সহিত তাঁহার অনৈক্য থাকিলেও তিনি দেশের প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কিছুদিন 'স্বরাজ' নামক বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদ-পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আমাদের জাতির ও পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, আমি প্রস্তাব করি, তাঁহার শোকে সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার পরিবারের নিকট প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় এস্ আর দাশ মহাশয়ের গুণাবলীর বিশেষ আলোচনা না করিলেও চলে। কারণ, দেশবাসী সকলেই তাঁহার বিষয় বিশেষ ভাবে জানেন। দেশের উন্নতির জন্য তাঁহার যে চেষ্টা ছিল, তাহা আন্তরিক ও ব্যাপকভাবে ছিল। তিনি উচ্চ রাজকার্য্যে থাকিলেও দেশের ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহা নানা বিষয়ে জানিতে পারা গিয়াছে। দেশের প্রায় সকল অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। আমরা একবার অন্ধ-বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট যাই। তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া একটা মোটা চাঁদা তখনই দিয়াছিলেন এবং আবশ্যক হইলে আরও দিবেন বলিয়াছিলেন। ছাত্রমণ্ডলী তাঁহার কাছে বিশেষভাবে ঋণী—তিনি অনেক ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করিতেন, অনেকের পাঠ্য পুস্তক খরিদ করিতে, পরীক্ষায় ফি দিতে সাহায্য করিতেন। অনেক নিঃস্ব মহিলাকেও তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি চলিয়া যাওয়াতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আজকাল গুণ্ডারা হিন্দু-স্ত্রীলোকের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটা সমিতি হইয়াছে। তিনি ছিলেন সেই সমিতির সভাপতি। আমরা আমাদের স্ত্রী-জাতির সম্মানের হানি হইতে দেখিলে যতটা প্রাণে ব্যথা পাই, এত আর কিছুতেই পাই না। তিনি এই হিন্দু-স্ত্রী-জাতির সম্মানরক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে এই সমিতির যাহাতে কোন ক্ষতি না হয়, তাহা সকলেরই দেখা উচিত। তিনি বিশেষ পণ্ডিত, আইনজ্ঞ, দেশসেবক, দেশের বন্ধু ও দরিদ্রের সহায় ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় পীযূষকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি আমার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি মহাত্মা শিশিরকুমারের পুত্র। তাঁহার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত গোলাপলাল ঘোষ মহাশয় আমার একবয়সী। বাল্যকাল হইতেই আমি তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। গোলাপবাবু আমার সহপাঠী। পীযূষকান্তি তাঁহার পিতার উত্তম পাইয়াছিলেন। তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ভারত তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজি ও বাঙ্গালায় তিনি কয়েকখানি আন্তরিকতাপূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছেন। এখানে হিন্দু-সভার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি (ক) হাওড়ার উকীল অতুলকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এল, (খ) একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কন্জারভেটার অব্ ফরেষ্ট রায় উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল এম্ এ, বি এল, এফ এস্ এল্ বাহাদুর, (গ) হুগলীর মণীন্দ্রনাথ ঘোষ, (ঘ) কলিকাতার কুঞ্জবিহারী বসু মহাশয়গণের পরলোকগমনে পরিষদের পক্ষে শোকপ্রকাশ করেন। ইঁহারা সকলেই পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি স্বর্গীয় অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ আর হিষ্ট এস মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ দিয়া বলেন যে, তিনি পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং ঐতিহাসিক গবেষণাত্মক বহু প্রবন্ধ ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় নানা সাময়িক পত্রে লিখিয়াছিলেন। পাটনাতে তাঁহার বাড়ীতে তিনি একটি ছোট মিউজিয়াম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয় তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় লিখিত "রামগিরি" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত নিখিলবাবুকে এবং উহা পাঠের জন্য তাঁহার পুত্রকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় কালিদাসের ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে, চিত্রকূট যে রামগিরি, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি আমাদের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে সকলে মতামত দিতে সমর্থ হইবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ৭০ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে নানা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরে সংবর্দ্ধনা করা হয়। অতি অল্প সময়ের আয়োজনে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে পরিষদের পক্ষে সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন। আমাদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়কে যে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে আমি পাঠ করি। আমাদের আয়োজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে করিতে হইয়াছিল বলিয়া, সকল সদস্যকে এই সংবাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

অভিনন্দন-পত্র তুলোট কাগজে মুদ্রিত করিয়া চন্দনকাষ্ঠের পেটিকামধ্যে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি উক্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাস কাব্যতীর্থ বি এ, সম্পাদক—শচীনাথ পাঠ-মন্দির, পালং, তুলাসার, ফরিদপুর ; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, কাঁথি, মেদিনীপুর ; ৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, বসু বিজ্ঞান-মন্দির, ২৩ আপার সারকুলার রোড ; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, ১৯ হিন্দুস্থান রোড ; ৫। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি-এচ ডি ; ৬। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৩।২ বীডন ষ্ট্রীট।

খ—উপহৃত পুস্তক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পুস্তক—১। কুন্তলীন-পুরস্কার (১৩৩৫), ২। নারী-মঙ্গল, ৩। বার্ষিক শিশু-সাথী, ১৩৩৫, ৪। প্রতিমা ; শ্রীযুক্ত স্বামী রুদ্রানন্দ গিরি—৫। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলামৃত ; শ্রীযুক্ত রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর—৬। চিরন্তনী ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু—৭। সিদ্ধান্ত-সার ; শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত—৮। সাত রাজ্যের গল্প, ৯। তেপান্তরের মাঠ, ১০। কালীকৃষ্ণ-কথা ; শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়—১১। পূজা-পদ্ধতি ; শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী—১২। গীতায় কর্ম্মযোগ ; শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর দত্ত—১৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ (গদাই-স্মৃতি) ; Government of India—১৪। Records of the Geological Survey of India, Vol. LXI, pts. 2, 3 and 4, 1928 ; ১৫-১৬। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. L, pt. 2 and Vol. LI, pt. 2 ; Government of Bengal—১৭-১৮। Council Proceedings Official Report, Bengal Legislative Council, 30th Jn. 1928, Vol. XXX, Nos. 1 and 2 ; Director of Industries, Bengal—১৯। Manufacture of Bar and Moulded Soap as a Cottage Industry (ক্ষুদ্রায়তনে নিত্যব্যবহার্য্য ধোবী ও বার-সাবান প্রস্তুত-প্রণালী) ; Government of Burma—২০। Season and Crop Report of Burma for the year ending 30th June 1928, ২১। Report of the Police Supply and Clothing Dept. 1927-28 ; Government of Madras—২২।২৩।২৪। A Triennial Catalogue of MSS., for the Govt. Oriental MSS. Librrary, Madras, Vol. IV, pt. 1, Sanskrit A, B and C ; Smithsonian Institution—২৫। Yaksas, ২৬। Charles Doolittle Walcot, ২৭। The Legs and Leg-bearing Segments of Some Primitive Arthropod Groups with Notes on Leg-Segmentations in the Arachnion ; Messrs. Mears and Caldwell, London—২৮। The Care of Infants in India ; W. T. Halai, Esq—২৯। Foreward to the Third Annual Report of Sri Mahajana Association Ltd, 1928 ; মহামহোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—৩০। Presidential Address of the Anthropology Section of the Fifth Oriental Conference, Lahore, 1928, ৩১। Presidential Address (Sanskrit Culture in Modern India).

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২৩এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ৯ই ডিসেম্বর ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল, পি-এচ্ ডি মহাশয়-লিখিত "বার্ত্তা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ্ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্য প্রবন্ধপাঠক শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি মহাশয় বিশেষ অসুবিধার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহার প্রবন্ধ পাঠের জন্য কাহারও উপর ভার অর্পণ করেন নাই। অন্য কোন অনভিজ্ঞ পাঠক দ্বারা তাঁহার এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি পঠিত হইলে, তাঁহার প্রতি অমর্য্যাদা ও অবিচার করা যাইবে। প্রবন্ধটি ইতিপূর্ব্বেই পরিষদের ইতিহাস-শাখা কর্ত্তৃক আলোচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে, ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই হেতু ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার জন্য তিনি প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় পরিষদের ছাত্রসভ্য মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি এ মহাশয়ের মুরশিদাবাদ গীতগ্রামে সংগৃহীত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা ও মৃন্ময়-মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রদর্শনের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, সংগ্রাহক মহাশয় গত পূজার পূর্ব্বে এক মাসিক অধিবেশনে এইরূপ কতকগুলি দ্রব্য গীতগ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। সেই দ্রব্যগুলির অধিকাংশের চিত্র সহ তাহার বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। অদ্যকার দ্রব্যগুলির মধ্যে

পূর্ব্বের ন্যায় খৃঃ পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রা রহিয়াছে। মাটির পুতুলগুলিতে প্রাচীন যুগের অলঙ্কারাদির চিত্র ও চুল বাঁধিবার চিত্র পাওয়া যায়। যে স্থান হইতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে অত্যন্ত প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাহক পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

সভাপতি মহাশয় মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদকে ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহার পূর্ব্বপ্রদর্শিত দ্রব্যগুলির বিবরণ পূর্ব্বোক্ত পত্রিকা হইতে পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং সেগুলির বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন যে, গীতগ্রামের যে স্থান হইতে এই সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান খনন করিয়া দেখিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে গবর্ণমেণ্টের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল মহাশয় অবিলম্বে এই স্থান খননের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গীতগ্রামে অনুসন্ধানের জন্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় যাইবেন, স্থির হইয়াছে। আশা করি, পরিষদের এই উৎসাহী ছাত্রসভ্যের চেষ্টায় তাঁহার গ্রাম হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীমান্ রবীউদ্দিনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি ও পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ এম এ, সরোজনলিনী নারী-শিক্ষা মন্দির, ৪৫ বেণেটোলা লেন; ২। মৌলভী জাহেদুল হক্, ২৪-বি বুদ্ধ ওস্তাগর লেন; ৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দেওয়ান কাব্যতীর্থ তত্ত্বনিধি সরস্বতী, সাধনপুর, চট্টগ্রাম।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, পুস্তক ১। পৃথ্বীরাজ, শ্রীযুক্ত মঙ্গলপ্রসাদ রায় চৌধুরী—২। শাকুনশাস্ত্রে টিক্‌টিকি; Smithsonian Institution—৩। Forty-second Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1924-25, ৪। Cambrian Fossils from Mohave Desert.

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ও হিতৈষী সভ্য, কার্য্য-নির্ব্বাহক, সমিতির সভ্য, গ্রন্থাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক ও হিসাব-পরীক্ষক এবং প্রবীণ সাহিত্যসেবী বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আজ আমরা স্বর্গীয় বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশার্থ সমবেত হইয়াছি। আমরা যখন বাল্যকালে স্কুলে পড়ি, তখন হইতে তাঁহার সহিত আমার বিশেষরূপ জানাশুনা ছিল। তাঁহার ছোট ভাই শূলপাণি আমার সহাধ্যায়ী ছিল। সেই সূত্রে ৫০ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে আমি জানি। আমরা ছাত্রজীবনে ভাষা চর্চ্চা ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনার জন্য সভাসমিতি করিতাম। তিনি সেই সকল সভায় বক্তৃতা করিতেন। সেই সভার নাম ছিল ভ্রাতৃসম্মিলনী। আমাদের পাড়ার জ্ঞানদীপিকা লাইব্রেরীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লাইব্রেরী যেখানেই হউক, তিনি তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি তাঁহার পাড়ায় শিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরী স্থাপন করেন। নিয়তই তিনি সেই লাইব্রেরীর জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সে কালে 'দারোগার দপ্তর' এক অতি সুপাঠ্য সাময়িক পত্রিকা ছিল। তিনি তাহার পরিচালনা করিতেন ও নিজেও তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। আমাদের এই পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি নানা ভাবে ইহার গঠনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন যেখানে হইয়াছে, তিনি উপস্থিত হইয়া সাহিত্যিক-গণের সহিত মেলামেশা করিতেন। পরিষৎ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে পিতৃব্য বলিয়াই জানিতাম। তিনি সার্থকনামা ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যানন্দ উপাধি সার্থক হইয়াছিল। সাহিত্যের সাধনাতে তিনি চিরদিনই মগ্ন ছিলেন। নানা অভাব অভিযোগের মধ্যে সাহিত্য-সাধনা তাঁহার জীবনকে রসাল করিয়াছিল। লাইব্রেরী স্থাপন ও তাহার জন্য পরিশ্রম করা তাঁহার জীবনের একটা লক্ষ্য ছিল। লাইব্রেরী যে একটা প্রীতির জায়গা, তাহা তিনি বুঝিতেন ও পাঁচ জনকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। অনেক সাহিত্যিককে তিনি এই সূত্রে সমবেত করিয়া সাহিত্যিক মজলিস গড়িয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহার আদর্শের বাণী-মন্দির এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইয়াছে তখন তিনি তাঁহার বান্ধব লাইব্রেরী পরিষৎকে দান করেন। সৎসাহিত্য প্রচার তাঁহার অন্যতম কাজ ছিল। তিনি ও প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিলিয়া 'দারোগার দপ্তর' বাহির করেন, পরে

স্বর্গীয় ক্ষীরোদবাবুর 'অলৌকিক রহস্য' নামক সাময়িক পত্রের ভার গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পরিচালনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন; কর্ম্মেই তাঁহার আনন্দ। যেখানে যেখানে সাহিত্য-সম্মিলন, বাণীনাথ সেইখানেই উপস্থিত। সাহিত্যিকগণের পরস্পর মিলনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। তিনি নীরব ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। এমনই চরিত্রের লোক ছিলেন ব্যোমকেশবাবু।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই পরিষৎ গঠনে আমরা অনেক ধনী ও বড় লোকের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু ইহার দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য ও ইহাকে জীবিত রাখিবার জন্য যে কয়জন কর্ম্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট তত পরিচিত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা না থাকিলে যে, আমরা এই অনুষ্ঠানটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম না, তাহা নিশ্চিত। এই সকল কর্ম্মীর মধ্যে বাণীবাবু শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ধনে বা মানে বড় ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা জানেন, তিনি কত বড় নিঃস্বার্থ ছিলেন, এবং তাঁহার মধ্যে এমন জিনিষ ছিল, যাহা বড় লোকের ধন-বিত্তের অপেক্ষা কত বড়, তাঁহারা গুণমুগ্ধ না হইয়া পারেন না। বাণীবাবু এই শ্রেণীর লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবুর বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অবিচলিত ভালবাসা ও টান ছিল। সাহিত্যের আলোচনা-ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া তিনি যে অপার আনন্দ পাইতেন, তাহার তুলনা নাই। এ পর্য্যন্ত ১৭টি সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, তিনি ষোলটিতে উপস্থিত ছিলেন। সুদূর মুন্সীগঞ্জে তিনি নিজে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি ছোট বড় সকল সাহিত্যিকেরই সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। ভারতধর্ম্মমহামণ্ডল তাঁহাকে 'সাহিত্যানন্দ' উপাধি দান করিয়া যোগ্য পাত্রেরই সম্মান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন, আমার শৈশবের যে সব বন্ধু ছিলেন, তার মধ্যে বাণী একজন। শিকদারবাগান তখন একটি পল্লীগ্রাম ছিল। সেখানে সেই পাড়াগাঁয়ে তিনি লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া জনসাধারণের শিক্ষা ও সাহিত্যালোচনার অবসর দিয়াছিলেন। তিনি নীরবকর্ম্মী ছিলেন। অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া লাইব্রেরীর জন্য বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি জানি, অনেকে বই চুরি করিয়া লাইব্রেরী করে। বাণীনাথ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি গরীব ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধু ও সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবন আলোচনা করিলে অনেকের সুশিক্ষা হয়।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, ৺বাণীনাথবাবু আমার পিতৃবন্ধু, পিতৃতুল্য ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতে হইলে বাণীনাথ ও দারিদ্র্য এক সঙ্গে মনে আসে। বড়াল কবি ব'লেছেন, "সে এক দরিদ্র কবি"..."সে এক দরিদ্র সুখী।" বাণীনাথ ছিলেন তাহাই। দরিদ্র হইলেও তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠিন। তাঁহার বিবেকে যাহা বাধিত, তাহা তিনি করিতেন না। তাঁহার মত বীর খুব কমই দেখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় বাণীবাবুর বিষয়ে তাঁহার লিখিত বিবরণ

পাঠ করেন। এই বিবরণে তিনি স্বর্গীয় বাণীবাবুর সাহিত্যালোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু অবজ্ঞা কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। তিনি খ্যাতি ও যশের জন্য কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। তাঁহার মত নীরব কর্ম্ম-চেষ্টা দেশ হইতে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তাঁহার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল যে, তাঁহার জাতীয় (তন্তুবায়) সকল শ্রেণীর লোককে এক করা। ৪১ বৎসর আগে তিনি এই চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত বৎসর আমাদের জাতীয় মহাসভার সভাপতি-পদে তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশা সফল হইয়াছে। সেই সভা এখনও জীবিত আছে। তাঁহার আদর্শ—জীবনে সত্যভাবে আপনার জাতিকে ভালবাসিয়া যাহা করিয়াছি—কর্ত্তব্যের শেষ অবদানটুকু দিয়া জাতিকে উন্নতির পথে তুলিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছি—ইহাতেই আমি ধন্য। এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার ন্যায় নীরব সাধকের চরণে মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে। তিনি দেবচরিত্রের লোক ছিলেন। ঘড়ির কাঁটার মত তিনি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাস্ত্রদ্বারা উদ্ভাসিত ছিল। তিনি তন্তুবায় ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "তাঁতিকে স্বর্গে নিয়ে গেলেও তার তাঁত বোনা যাবে না।" প্রকৃতই তাই, তিনি যে ভাবে সাহিত্য বুনে গেছেন—সে বোনা আর কেউ বুনতে পারবে না।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, তাঁহার সহিত বহু দিনের পরিচয়ে তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতি দেখে চমৎকৃত হ'য়েছি। তাঁহার সাংসারিক অবস্থায় অনেকে দুঃখ করেছেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা অমন না হ'লে আমরা বাণীনাথকে পেতাম না। তিনি যে কাজের জন্য এ জগতে এসেছিলেন, তা' তাঁর নামেই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন বড় কর্ম্মী ছিলেন। পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এত দৈন্য, এত অভাব, তার মধ্যেও তিনি অত বড় 'বান্ধব লাইব্রেরী' করিয়া গিয়াছিলেন। দৈন্যকে বড় করে তিনি কাজকে ছোট মনে করিতেন না। তাঁর পক্ষে adversity first, adversity second, adversity always। তাঁহার অভাব আমরা অত্যন্ত বুঝতে পারছি। পরিষদের প্রথম অবস্থার সহিত আমি পরিচিত। তিনি তখনকার একজন বড় কর্ম্মী। তাঁর মত লোক না থাকলে এমন পরিষৎ পেতাম না। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু আমার অগ্রজতুল্য। তাঁহার সম্বন্ধে দারিদ্র্যের কথা হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যদি দরিদ্র, তবে বাঙ্গালা দেশের শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র। কোন সৎকাজ করিতে হইলে যেমন ধনবল আবশ্যক, তেমনি লোকবল আবশ্যক। পরিষৎ গঠনে যেমন লালগোলা ও কাশিমবাজারের মহারাজের আবশ্যক হইয়াছে, তেমনি ব্যোমকেশ মুস্তফী, বাণীনাথ নন্দী প্রভৃতি কর্ম্মীরও প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সার্থক। দারোগার দপ্তরে তিনি সাহিত্য-সেবার পরিচয় ও ভাষার শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মনের বল অত্যধিক ছিল। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অনুরাগ, ভালবাসা, প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত খাটিতেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় বাণীবাবু সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে সাহিত্যিক কাজ করিতেন। তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সুধী ছিলেন। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। তাঁহার মন ক্ষমায় পূর্ণ ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল,—

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ও হিতৈষী সদস্য, ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ, সহকারী সম্পাদক, হিসাব-রক্ষক বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন। গত ৩১ বৎসর কাল তিনি নানা ভাবে নিষ্ঠার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া, ইহার উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও পুস্তকালয় স্থাপন দ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রচার-কার্য্যে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গ-সাহিত্য এবং বঙ্গ-ভাষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে ঐ মন্তব্যের প্রতিলিপি স্বর্গীয় বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

তৃতীয় প্রস্তাব—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর স্বর্গীয় বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৪ই পৌষ ১৩৩৫, ২৯এ ডিসেম্বর ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

দ্বারবঙ্গের রাজ-লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থাগারের উপযোগিতা, গ্রন্থনির্ব্বাচন,

শ্রেণী-বিভাগ এবং বই বাঁধান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকায়, বরোদা-রাজ্যে ও দ্বারবঙ্গ রাজলাইব্রেরীতে কি ভাবে কার্য্য হয়, তাহা জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, লাইব্রেরীর পাঠকগণের জ্ঞান-বৃদ্ধির ব্যবস্থা লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

২১এ পৌষ ১৩৩৫, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৯, শনিবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ" প্রবন্ধ পাঠ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের নিকট সত্যনারায়ণের ইতিবৃত্ত পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তাহা না পাইলেও প্রবন্ধটি উপাদেয় হইয়াছে। কেদারবদরীনাথে সত্যনারায়ণ আছেন। নবাবী আমলে সত্যপীরের আবির্ভাব হয়। সত্যপীরের শক্তি লোকে অনুভব করিলে তিনি সত্যনারায়ণের সহিত মিশিয়া যান। কি ভাবে উভয়ের মিলন হইয়াছিল, তাহা আলোচনাসাপেক্ষ। বোধ হয়, মেয়েদের দ্বারা প্রচলিত হইয়া সত্যপীর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে সত্যনারায়ণরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এল্ মহাশয় বলিলেন, ২০।২৫বৎসর পূর্ব্বে 'সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম, তাহার সন্ধান এখন পাইলাম না। বটতলাতে সত্যপীরের পাঁচালি ও সত্যনারায়ণ ব্রতকথা অনেক পাওয়া যায়। পরিষৎ একখানি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবুর আলোচ্য পুথির ভাষা অন্যরূপ। বর্দ্ধমান, হুগলি ও মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে পৃথক্ পৃথক্ পুথি দেখিয়া সত্যনারায়ণের কথা বলা হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, সত্যনারায়ণ কি করিয়া সত্যপীর হইলেন, তাহার বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। একটা সময় আসিয়াছিল, যখন হিন্দুধর্ম্ম ও ইস্‌লাম ধর্ম্ম মিশিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। ১৫শ।১৬শ শতাব্দীতে নানক, কবীর, মহাপ্রভু—

ইঁহারা ধর্ম্মকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামেশ্বরের ভাষা প্রাচীন। ৫০ বৎসর আগেও শিক্ষিত লোকে ফারসী শিখিত। তাঁহারা দুইটি ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এইরূপে উভয় ভাষায় প্রচার করিতেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে যে উপাখ্যান আছে, তাহা ও বাঙ্গালাতে সত্যনারায়ণের যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা প্রায়ই এক। তবে ব্রাহ্মণ স্থলে ফকীর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আমাদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাচীন যুগ হইতে লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই ধর্ম্মের একটা প্রকাণ্ড power of assimilation আছে। আমরা যাহাদের অনার্য্য বলি, তাহারা কি রকম করিয়া আমাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে? বৈদিক ঋষিরাও সেই ভাবে ভাবিত ছিলেন। অনেক বিদেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্মের একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহা অন্য ধর্ম্মকে প্রত্যাখ্যান করে না। তাহার সার নিজধর্ম্মে আত্মসাৎ করে। এক্ষণে যতগুলি সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আলোচনা করিলে বঙ্গীয় ধর্ম্মের একটা ধারাবাহিক অধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যাইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৭ই মাঘ ১৩৩৫, ২০এ জানুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, স্বর্গীয় স্যর আশুতোষের গুণাবলীর আলোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। মোটামুটি তিনি সকল লোকহিতকর, স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির জন্য যে সকল কাজ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনটি বিষয় আজ উল্লেখ করিব। প্রথম, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে

হইলে নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন হয় না, তাহা সকলেই জানেন। এ বিষয় পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবর্গ সে আবেদন-নিবেদন গ্রাহ্য করেন নাই। স্যর আশুতোষের চেষ্টায় বঙ্গভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাঁহার এ দানের মূল্য নাই। তাঁহার দ্বিতীয় দান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপন। পূর্ব্বে ছাত্রগণের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কার্য্য পরিচালন বিশেষ আশাপ্রদ ছিল না। তিনি এই বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ছাত্রগণ আজকাল কত নূতন নূতন গবেষণা করিয়া জগতের মধ্যে বাঙ্গালীর নাম প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের মধ্যে যে প্রতিভা আছে, তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার তৃতীয় দান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী কর্তৃপক্ষের হস্ত হইতে মুক্তিদান। বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিতগণের সভা, এখানে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রভাব বা অর্থের প্রভাব থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকুশলতা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি গবেষণার প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ, স্কলারশিপ সৃষ্টি, বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া, তাহাদের জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করিতে ও সেই জ্ঞান দেশে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সভার কার্য্য-পরিচালনে অপরিসীম ক্ষমতা লোককে স্তম্ভিত করিত। তিনি জগদ্বাসীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে পারিয়া পরিষৎ ধন্য ও সম্মানিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন, দুঃখের বিষয়, তিনি অনেকের কাছে 'বেঙ্গল টাইগার'রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আমরা বলি, তিনি বিরাট্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্যোতিঃ বঙ্গের নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, দেশের উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। যে বঙ্গভাষা জননী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাকে তিনি সাদরে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। এ কথা মনে হইলে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁহার চরণে মস্তক স্বতঃই নত হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, তিনি যে বিরাট্ পুরুষ ছিলেন, তার প্রমাণের আবশ্যক নাই। ভারতে তাঁকে জানে না, এমন প্রাণী ত দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন বিভাগ ছিল না বা নাই, যাহা তাঁর আলোকে আলোকিত না হইয়াছে। তিনি মাতৃ-মন্দির (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শোভাময় ও ভক্তের চিত্তাকর্ষক করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাকে এমন স্থান দিতে হইবে, যাহাতে বিদেশীরা বঙ্গভাষা শিখিতে বাধ্য হইবে।

রেভারেণ্ড এ দন্তাইন্ (Rev. A. Dontain) মহাশয় বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালী জাতির অপমান করিতে চাহি না। তবে আমি দেখেছি যে, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী ও ছাত্রগণ সাহেবদের কার্য্যের সমালোচনা করিতে কিংবা কোনরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন, অথচ কোন কাজ বা প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন না। কিন্তু স্যর আশুতোষকে দেখিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, দেশে একজন প্রকৃত বীর পুরুষ আসিয়াছেন। তিনি সভা-সমিতিতে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন নাই, অথচ ধীরভাবে সহিষ্ণুতার সহিত নানা বাধা-

বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন। ছাত্রগণকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া দেশোদ্ধারের জন্য নিজ নিজ শক্তির ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। তিনি বেশ জানিতেন, বক্তৃতার দ্বারা দেশোদ্ধার হয় না, কাজের দ্বারাই অভীষ্ট ফল লাভ হয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় বলিলেন, স্যর আশুতোষের কার্য্য করিবার ক্ষমতা অতুলনীয়। স্বর্গীয় সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি সিনেটের অধিবেশনে কি রকম শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতেন। আমাদের এই পরিষদের প্রতি তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল; তাহার নিদর্শন এই যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জগত্তারিণী পদক' ও 'কমলা লেক্‌চারশিপ কমিটি'তে পরিষদের প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, প্রাতঃস্মরণীয় স্যর আশুতোষ বাঙ্গালীত্বের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—আশুতোষ, তাহা সার্থক হইয়াছিল। ভগবানের কাছে যেমন সকলেই সমান—আশুতোষ তেমনই সকলকে সমান দেখিতেন—আচণ্ডালকে সমানে কোল দিতেন। তাঁহার কি এক মোহিনী শক্তি ছিল—তিনি তাঁহার কর্ম্মীদের মধ্যে যে শক্তির সঞ্চার করিতেন, তাহা অপূর্ব্ব। তাঁর মধ্যে যে প্রেম ছিল, তাহার দ্বারা সকলকেই আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন—আমাদের আশুতোষও সরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইলাম।

ডাঃ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল মহাশয় বলিলেন, আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তিনি বঙ্গের গৌরব। আমার মনে হয়, তিনি যে পথে চলিয়াছিলেন, তাঁহার মত শক্তিশালী লোক ভিন্ন অন্যের পক্ষে সে পথে চলা অসম্ভব। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতে হইলে তাঁহার কাজ যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, স্যর আশুতোষের মত বঙ্গদেশের ইতিহাসে এত বড় লোক জন্মেন নাই। বঙ্গদেশের বহু যুগের অভাব তিনি পূরণ করেছিলেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ আজ মুহ্যমান। বঙ্কিমের মত তিনিও চাহিয়াছিলেন, "মায়ের প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" আজ বাঙ্গালীকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, সকল জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সেই জাতির জ্ঞান-চর্চ্চার উপর নির্ভর করে। স্যর আশুতোষ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য দেশ-বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া, তাহাদের জ্ঞান-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বিদেশ হইতে পণ্ডিত আনাইয়া এখানে শিক্ষা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে নালন্দা ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান লাভ করিয়া যাইত। তিনি এই আদর্শ ভুলেন নাই। তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ছিলেন—বাঙ্গালী কেন, তাঁহার মত ভারতবাসী খুব কমই দেখিয়াছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া বলিলেন, স্যর আশুতোষের স্মৃতি-রক্ষার দিবসে তাঁহার জীবনী বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই। এই ক্ষুদ্র তৈলচিত্র

প্রতিষ্ঠা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা জানি না। তাঁহার নামে 'আশুতোষ কলেজ' আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে, নানা স্থানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ তৈলচিত্রও আছে। তবে পরিষদের সহিত সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে আগেই এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার যে ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। কিন্তু তাই বলিয়া পরিষৎ এই জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ মূল্য আছে—তাহা ভুলিলে চলিবে না। তিনি সেই চেষ্টা ফলবতী করিয়া পরিষদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন—এই জন্য পরিষৎ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক ব্যাপারেই পরিষদের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে, কৃত্তিবাসের স্মৃতি-রক্ষা-সভার সভাপতিরূপে তিনি পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পাদন করিয়া পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং আদি-পর্ব্বের খানিকটা প্রকাশও করিয়াছিলেন। আজ আমরা পরিষদের এই হলে যে মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছি, লালগোলার মহারাজ বাহাদুর তাহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই হল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া বঙ্গবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজ সভাস্থলে তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় উপস্থিত আছেন। পরিষদের প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে বঙ্গভাষায় 'যজ্ঞকথা' বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি। স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা প্রচলন সম্বন্ধে সেই ত্রিবেদী মহাশয়ের সহিত বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। স্যর আশুতোষের বাঙ্গালা প্রচলনের ফলে আজ আমরা রেভারেণ্ড দস্তাইন সাহেবের মুখে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনিতে পাইলাম। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করি যে, বঙ্গভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কহিব না, তবে অনেক বিদেশীয়কে বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে এবং তাহা হইলেই স্যর আশুতোষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে। তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া থাকিবে।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি স্যর আশুতোষের সহিত এক সঙ্গে বহুদিন কাজ করিয়াছেন,—এই জন্য তিনি তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ জানেন। তৎপরে তিনি জানাইলেন, অদ্যকার চিত্রখানি শিল্পী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীধন চন্দ্র মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৪ই মাঘ ১৩৩৫, ২৭এ জানুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, (২) সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, (৩) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, (৪) চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম্ এ মহাশয়ের তৈলচিত্র, (৫) শোক-প্রকাশ—(ক) কবি রসময় লাহা, (খ) নিতাইচরণ রায়, (গ) গৌরচন্দ্র রায়, (ঘ) কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে, (৬) প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি-এইচ ডি মহাশয়-লিখিত "কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কাল-নির্ণয়" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয়-লিখিত "বাসুদেব ঘোষের অপ্রকাশিত পদাবলী" নামক প্রবন্ধদ্বয়, (৭) বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) গত ষষ্ঠ ও সপ্তম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

(২) ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(৩) খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(৪) স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের বন্ধু ও ভক্তগণ জানাইয়াছেন যে, অদ্যকার অধিবেশনে তাঁহার চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রাখিয়া, আগামী রবিবার ২১এ মাঘ বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। তদনুসারে অদ্য এই চিত্র-প্রতিষ্ঠা স্থগিত রহিল।

(৫) শোকপ্রকাশ—(ক) সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় কবি রসময় লাহা মহাশয় বর্ত্তমান কবিগণের মধ্যে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি মার্জ্জিত ভাষায় লিখিত এবং সেগুলি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় ছিল। তিনি কোন উচ্চশ্রেণীর কাব্য না লিখিলেও তাঁহার ছোট ছোট গীতিকবিতা ও শিশুপাঠ্য কবিতাগুলি বিশেষ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

তৎপরে তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য (খ) নিতাইচরণ রায়, (গ) গৌরচন্দ্র রায়, (ঘ) কুঞ্জ-বিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহাশয়গণের পরলোকগমন সংবাদ জানাইলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(৬) (ক) সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, পি এইচ ডি মহাশয়-লিখিত "কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কাল-নির্ণয়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। তখন আলোচনার সুবিধা হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল মহাশয়-লিখিত "বাসুদেব ঘোষের অপ্রকাশিত পদবলী" প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

(৭) আয়-ব্যয়-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল।

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দাস, ৩২ তেলিপাড়া লেন; ২। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেন, ১৪ হালসীবাগান রোড; ৩। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষ, লালবাজার, বাঁকুড়া; ৪। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় বি এ, ৫৫।১ বি বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট; ৫। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, ৯৫ গ্রে ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার, চক-বাজার, কোচবিহার; ৭। শ্রীযুক্ত মুক্তিনাথ সরকার, মহাজনপটী, কোচবিহার; ৮। শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, পাইকরা, বকুলতলা, যশোহর; ৯। শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মজুমদার বি এ, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার; ১০। শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ মহাজন, সম্পাদক—মন্নুলাল পাব্‌লিক লাইব্রেরী, গয়া; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম এ, পি এইচ ডি, হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া; ১২। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, মাজু, হাওড়া।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, পুস্তক—১। গৌরাঙ্গ-লীলা; শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—২। মণিহরণ কাব্য (গুণরাজ খাঁ-কৃত); শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর দত্ত—৩। সুধীরা-শিবরাণী-স্মৃতি, ৪। Late Babu Girish Chandra Ghosh; শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাশগুপ্ত—৫। সুভদ্রা; গোবিন্দ-ভবন কার্য্যালয়—৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকা সূক্ষ্ম বিষয়, ৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকো প্রধান বিষয়োকে অনুক্রমণিকা, ৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পদচ্ছেদ-অন্বয়, সাধারণ ভাষাটীকাসহিত, ৯। ঐ বঙ্গানুবাদ, ১০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, ১১। ঐ ২য় অধ্যায়, সাধারণ ভাষাটীকা সহিত, ১২। ঐ মূল, ১৩। ঐ মূল (ক্ষুদ্র সংস্করণ), ১৪। গীতোক্ত সাংখ্যযোগ আউর নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, ১৫। মনু-স্মৃতি, দুসরা অধ্যায় (ভাষাটীকা), ১৬। অথ সন্ধ্যাপ্রারম্ভঃ, ১৭। ত্যাগসে ভগবান্ প্রাপ্তি, ১৮। ধর্ম্মকথা হৈ, ১৯। দিব্য সন্দেশ (হিন্দী), ২০। ঐ (বাঙ্গালা), ২১। গজল গীতা, ২২। প্রশ্নোত্তরী, ২৩। শ্রীপাতঞ্জল-যোগদর্শনম্ (মূল), ২৪। Devine Message; Government of India—২৫। Proceedings of Meetings of the Indian Historical Records

Commission, Vol. X. Tenth Meeting held at Rangoon, 1927, Government of Bengal—২৬। Bulletin No. 41—The Refining of Ghee; Smithsonian Institution—২৭। Drawings by Jacques Lemoyne De Morgues of Saturiona, A Zimucua Chief in Florida, 1564, ২৮। Mexican Mosses collected by Brother Arsene Bronard—II, ২৯। Notes on the Buffalo-Head Dance of the Thunder Gens of the Fox Indians; Calcutta University, Students Welfare Scheme—৩০। Report of the Students' Welfare Scheme (Health Examination Section) for the year 1927; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৩১। Joseph Wilmot, ৩২। The Empress Eugenie's Boudoir, Parts I & II, ৩৩। Agnes, ৩৪। Life and Adventures of Nicholas Nickleby, ৩৫। Rienzi, ৩৬। The Pickwick Club, ৩৭। The Antiquary, ৩৮। Red-Gaunlet.

নবম বিশেষ অধিবেশন

২১এ মাঘ ১৩৩৫, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ মহাশয় "দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের একতারা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভায় উপস্থিত হইতে অক্ষমতা জানাইয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় "একতারার কবি" নামক কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "মরণ-স্মৃতি" নামক কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত কিরণ রায় মহাশয় "কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, এরূপ স্মৃতি-সভায় এসে মনে হয়—'পাছে এল, আগে গেল, আমি রইনু পড়ে।' দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ আমার চেয়ে অনেক ছোট। সে আমার কবিবন্ধু, সাহিত্যিকবন্ধু যাকে বলে, তাই ছিল—আর তাকে দেখতে পাব না, তাই তার চিত্রখানায় তার মুখটি দেখতে এসেছি। আমরা এক জেলার লোক। জমসেরপুরের বাগচীরা নদে জেলার শীর্ষস্থানীয়। অল্প কয়েক দিনের অসুখে ভুগে সে চলে গেল। তার

কবিতা বুঝতে পারতাম—অনেকের কবিতা বুঝতে পারি না, তাই এ কথা বল্‌লাম। তার গদ্যে সমালোচনা লেখার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল—মনে হ'ত, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের লেখা যেন পড়ছি। সে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহিত্যরসিক ও সামাজিক লোক ছিল। এমনটি আর পাব না।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, অদ্যকার এই চিত্রখানি কবির সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। স্বর্গীয় কবিবরের স্মৃতিরক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণবাবু এই সাহায্য করায় পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বেশী লেখেন নাই, তিনি পাঠক-সমাজ অপেক্ষা লেখক-সমাজেই বেশী পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হ'তে প্রায় সকল সাহিত্যিকেরই সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। আমার সবুজপত্রের ২।৩য় বর্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। লোকে যাকে বলে Philosophic mind—তাঁর মনের গতিও সেইরূপ ছিল। তিনি যে সকল গদ্য প্রবন্ধ লিখতেন, তা' খুব ভালই হ'ত, তাতে দেখেছি, তাঁর চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল, অন্তর্দৃষ্টি ছিল। "একতারা" প্রথম বেরুলে সবুজপত্রে সমালোচনা বেরোয়। তাঁর নিজের একটা মত ছিল—আর সে মতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন নাই,—তিনি চেষ্টা করলে বিপুল সাহিত্য রেখে যেতে পারতেন। পরিষৎ এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করলেন, এতে বিশেষ আনন্দ পেলাম। আমরা উভয়ে একজাতি—আমাদের অন্য সামাজিক বিষয়েও তাঁহার সহিত আলাপ হইত—তিনি আমার নিকট সম্পর্কীয় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৫, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় কর্ত্তৃক "অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ।

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় তাঁহার "অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অক্ষর-সংখ্যা আগে, না দশমিক সংখ্যা আগে, তাহার মীমাংসা হওয়া দরকার। অক্ষর না পরিস্ফুট হইলে সংখ্যা ঠিক হয় না বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে আমরা প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের নিকট আরও কিছু শুনিতে চাই।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন যে, এ বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই—এখন মালমসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন একটা থিওরী (theory) এক দেশ হইতে অন্য দেশ লইবে, এ কথা বলা ঠিক নহে। মনোবৃত্তি সকলের এক নয়। আলোচনায় অন্য দেশকে খাট করার ভাব ও নিজের দেশকে বড় করার টান আসে সত্য—তাহা কিন্তু ঠিক নয়। আলোচনায় এই সকল অংশ বাদ দেওয়া উচিত।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমবাবুর মন্তব্যের উত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমাদের দেশে বড় লোক জন্মিলে বিলাতে তাঁহাকে বড় বলে মানে না। আর্য্যভটের মত পণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে কয় জন জন্মিয়াছে? তাঁহাকেও তাহারা বড় বলে না। নিউটনকে তাহারা বড় বলে। বোধ হয়, মানসিক গঠনের তারতম্যবশতঃ এইরূপ মনোবৃত্তি হয়।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৫, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল মহাশয়-লিখিত "ময়মনসিংহ—কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য সঙ্গীত" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-লিখিত "সারদা-মঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশ-পরিচয়" নামক প্রবন্ধদ্বয়, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ স্থগিত রহিল।

(২) ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

(৩) খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্ মহাশয় "ময়মনসিংহ—কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য সঙ্গীত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তাঁহার প্রবন্ধ পঠিত হইল না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শরৎবাবুকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রী দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এম এ, ডি পি-এইচ, ৬ গুরুপ্রসাদ রায় লেন, হাটখোলা; ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চাটার্জিপাড়া লেন, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া; ৩। শ্রীমতী সত্যবালা ঘোষ, ১।১ বি হরিপাল লেন; ৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল, জমিদার, ধরণী, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া; ৫। শ্রীযুক্ত গোলোকেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, নেপুরা, মেদিনীপুর; ৬। শ্রীযুক্ত পশুপতিনাথ পাড়ে, নেপুরা, মেদিনীপুর।

খ—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পুস্তক—১। বিবেকানন্দ-চরিত, ২। গীতা-তত্ত্ব, ৩। ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা, ৪। বাঙ্গালার বীর, ৫। নব্য চীন, ৬। ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ, ৭। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ৮। আয়ুষ্মতী; বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন—৯। জাগরণ ১ম সংখ্যা, বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন পত্রিকা ১ম সংখ্যা; বিদ্যাদিত্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী—১০। ভূদেব-নির্ব্বাণ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১১। মহানাদ বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার—১২। অনাগত, ১৩। ভ্রষ্টলগ্ন; শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যারত্ন—১৪। ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ; Government of India—১৫। Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. LIII, 1928, ১৬। Annual Report of the Archæological Survey of India, 1925-26, ১৭। Memoirs

of the Archæological Survey of India, No. 36. [The Dolmens of the Pulney Hills] ; Curator, Baroda State Library—১৮। Baroda and its Libraries ; J. C. Franch, Esq.—১৯। Annual Bibliography of Indian Archæology for the year 1926. শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী—২০। Charvaka Shasti ; Smithsonian Institution—২১। The Relations between the Smithsonion Institution and the Wright Brother, ২২। Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, ২৩। No. 5 Pre-Devonion Paleozoic Formation of the Cordilleran Province of Canada.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২রা চৈত্র ১৩৩৫, ১৬ই মার্চ্চ ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে প্রস্তুত স্বর্গীয় স্বনাম-খ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা এবং তদুপলক্ষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রবন্ধ পাঠ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের নাম শুধু কলিকাতা বা বঙ্গদেশে নয়, ভারতে চিরপরিচিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কারমাইকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন। আজ ১০ বৎসর হইল, তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। দেরীতে হইলেও আমরা এই পরিষদে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিতে পারিয়াছি। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গ-ভাষায় বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহকর্ম্মীরা আজ অনেকেই আসিলেন না। কেবল শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও আমি—এই তিনজন মাত্র উপস্থিত। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, বাল্যকাল হইতেই আমি ডাঃ করকে বিশেষভাবে জানিতাম। তিনি আমায় বিশেষ স্নেহ করিতেন। আমি নিজে একবার পীড়িত হইয়া, স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরামর্শে বেলগেছেতে ডাঃ করের হাসপাতালে চিকিৎসার্থ আশ্রয় গ্রহণ করি। তিনি আমার চিকিৎসার যথোচিত সুব্যবস্থা

করিয়াছিলেন ; সে সময়ে তাঁহার মহৎ ও উদার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার অনেক পুস্তক পড়িয়াছি। তিনি নাট্যরসিক ছিলেন, ছুরীর ভিতর যে এত রস থাকিতে পারে, তাহা এখন অনেকেই জানেন না।

ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয় বলিলেন, আমি যদিও তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলাম না, তথাপি অনেক কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি পুস্তকাদি প্রণয়ন ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে অত বড় ছিলেন ও প্রতিভাবান্ কর্ম্মী ছিলেন, তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অন্য সকলকে কার্য্যক্ষেত্রে আগাইয়া দিতেন, অবশ্য তিনিই কার্য্য করিতেন। যে সকল ডাক্তারদের প্রসার-প্রতিপত্তি হয় নাই, এমন সব ডাক্তারদের আহ্বান করিয়া তিনি ছাত্রগণকে পড়াইবার ভার দিতেন—নিজের বিশিষ্ট অধ্যাপনার বিষয়েও সেই সব ডাক্তারদের পড়াইতে দিতেন। বিদেশী ভাষায় পড়াইলে যে ছেলেরা ভাল শিখে না, তাহা তিনি বিশেষভাবে বুঝিতেন। তাই ভাবিয়াই তিনি মাতৃ-ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। এবং সেগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, কত আগ্রহে কত শিক্ষার্থী তাহা পাঠ করিয়া উপকৃত হয়। তিনি আমার গুরুস্থানীয় ছিলেন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইবার অবকাশ পাইয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, আমি স্বর্গীয় ডাঃ কর মহাশয়ের প্রতিবাসী। তিনি আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মতই স্নেহ করিতেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিলে লোকে মনে করিত, তাঁহার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিবে ; কিন্তু সেই স্নেহময় ভাব; দয়াপূর্ণ অন্তঃকরণ, গোপন দান, অপক্ষপাতনির্ব্বিশেষে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান ও ভালবাসা—সবই পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাঁহার পুত্র সন্তান নাই ; তাই তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিতেন যে, "আমি ম'লে পর দেখবে তোমার কত ছেলে"। বাস্তবিকই তাঁহার শবদেহ বহনের সময়কার দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিলেন, কত ছেলে তাঁহার আছে। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহারই মত দয়াবতী।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা চৈত্র ১৩৩৫, ১৮ই মার্চ্চ ১৯২৯, সোমবার, সন্ধ্যা ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সরস্বতী" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সরস্বতী" বিষয়ে তাঁহার তৃতীয় বক্তৃতা দিলেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

৮ই চৈত্র ১৩৩৫, ২২এ মার্চ্চ ১৯২৯, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'জড়ের উপাদান' বিষয়ে বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্-সি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্-সি মহাশয় "জড়ের উপাদান" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রদ্বারা ও ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবুকে এই বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

চতুর্দ্দশ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৫, ২রা এপ্রিল ১৯২৯, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ব্যোমকেশবাবু পরিষদের প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনি সকলকেই পরিষদের কার্য্যে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতেন। যত দিন পরিষৎ থাকিবে, তত দিন তাঁহার স্মৃতি জীবন্তভাবে থাকিয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়ের "ব্যোমকেশ-স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন, কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতৃগণের আন্তরিকতা, উদ্যম ও অধ্যবসায় না থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। মূলে ২।৪ জন কর্ম্মীই থাকেন—তাঁদের সঙ্গে অনেকে থাকিতে পারেন। পরিষদের গোড়ায় এরূপ ২।৪ জন আত্মত্যাগী কর্ম্মী ছিলেন। ব্যোমকেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সেই জন্যই আজ পরিষৎ বাঙ্গালীর গৌরব-স্তম্ভরূপে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সদস্যগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্যবশতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন শোভাবাজার রাজবাটী হইতে স্থানান্তরিত হয়, তখন পরিষদের কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী সদস্য—যাঁহারা পরিষৎকে স্থানান্তরে লইয়া যান, তাঁহাদের মতের সহিত আমারও মতের মিল হয় নাই—বরং তাঁদের কাজে আমি বাধা দিয়াছিলাম। যাঁহারা রাজবাটীর দলের মধ্যে ছিলেন, আমি তাঁহাদের অন্যতম—আমরা "সাহিত্য-সভা" নাম দিয়া নূতন সভা স্থাপন করিয়া বহু দিন কার্য্য চালাইয়াছিলাম। কালে সেই সাহিত্য-সভার লোপ হইয়াছে। সেখানকার পুস্তকাগারের পুস্তকগুলি সম্প্রতি আমারই চেষ্টায় এই পরিষদে রক্ষিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা উক্ত সাহিত্য-সভার প্রাণস্বরূপ স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের এবং সাহিত্য-সভার নাম বজায় থাকিবে। আমি এখন মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, আমরা পরিষৎকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবে যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহা উচিত হয় নাই। স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিষদের পক্ষে ভালই হইয়াছে,—দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে, ভাষার পক্ষে যে সকল সদস্য পরিষৎকে স্থানান্তরিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, আজ আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। হয় ত রাজবাটীতে থাকিলে পরিষদের এই রূপ দেখিতে পাইতাম না। সেই সকল কর্ম্মীর মধ্যে ব্যোমকেশ একজন ছিলেন। ব্যোমকেশের কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন, কোন অনুষ্ঠান স্থাপনা করিতে বা তাহাকে

চালাইতে হইলে প্রাণ-শক্তির প্রয়োজন। পরিষদের প্রথমাবস্থায় স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা প্রাণ দিয়া ইহার গঠন-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু মূলে ব্যোমকেশ বাবুর ন্যায় কর্ম্মীরা তাঁহাদিগকে কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেন,—তাঁহাদিগকে অগ্রণী করিয়া কাজ করিতেন, তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রই ছিল এই পরিষৎ। পরিষৎকে বাঁচাইতে হইলে অর্থবল ও লোকবলের প্রয়োজন—তাহা তিনি বুঝিতেন। নেতারা আদর্শ খাড়া করিতেন, কিন্তু সে আদর্শানুযায়ী কাজ করিতেন ব্যোমকেশবাবু। আমার পিতৃদেবের নিকট হইতে প্রাচীন আর্য্যদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি পরিষদের জন্য গ্রহণ করেন। আমিও পরিষদের প্রথম বৎসর হইতে সদস্য। আমি দেখিয়াছি যে, তিনি যদি অবকাশ পাইতেন, তবে একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হইতে পারিতেন। এক দিকে জীবনোপায়, অন্য দিকে এই পরিষদের পরিচালন—এই দুই কাজেই তিনি অবকাশ পান নাই, তাঁহার সাহিত্যিক প্রাণ পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয় নাই। অবকাশ পাইলে তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক কিছু দিয়া যাইতে পারিতেন। পরিষৎ তাঁহাকে সে অবকাশ দেন নাই।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ব্যোমকেশ দাদার কার্য্যে আসক্তি, কর্ম্মপ্রবণতা, কর্ম্মকুশলতার উৎস কোথায়, তাহা অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার স্বর্গীয় পিতা নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের নিকট হইতেই তিনি এই সকল সদ্‌গুণ পাইয়াছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর হাস্যার্ণব ছিলেন—ব্যোমকেশ দাদা চিরহাস্যময়। অর্দ্ধেন্দুশেখর যেমন শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিক্ষক, তিনি তেমনি সাধারণকে সাহিত্যিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। পিতা নাট্যৈকব্রত ছিলেন, পুত্র পরিষদ্‌গতপ্রাণ ছিলেন। পিতা-পুত্রে ফকীর হইয়াও আমীরের মত হৃদয়বান্ ছিলেন। তিনি মুখকে সাহিত্য-সেবা ও পরিষৎ-সেবাব্রতে দীক্ষা দিতেন। সাহিত্যের ও সাহিত্য-সম্মিলনের প্রচার এখন তেমন হয় না। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার আগে তিনি সকলকে সম্মিলনের সংবাদ দিতেন। ফলে, সম্মিলনে সাহিত্যিকগণের সমাবেশ ভালই হইত। কিন্তু এমন আর সেরূপটি হয় না। তিনি অফুরন্ত শক্তির অধিকারী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু আমাদের পল্লীবাসী ছিলেন। পরিষদের সেবাব্রত গ্রহণের আগে তিনি একজন সাহিত্যপ্রেমিক ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। মাসিক পত্রিকাদিতে ও বিশ্বকোষ-সঙ্কলনে তাহার প্রচুর নিদর্শন পাইয়াছি। তিনি সামান্য ব্যক্তি হইলেও তাঁহার প্রাণ ছিল অসামান্য এবং তাহার বলেই এই পরিষৎরূপ মহীরুহ খাড়া করিতে পারিয়াছিলেন। অনেককে সাহিত্য-সেবায় ব্রতী করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রেমিক ছিলেন—অতি সহজেই পরকে আপনার করিতে পারিতেন। তাঁহার হৃদয় শতদল পদ্মের মত বিকশিত ছিল। তিনি অনেক তথাকথিক সাহিত্যিক অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, আমরা একসঙ্গে এই পরিষদের সেবা বহু দিন করিয়াছি। তাঁহার কথা বলিতে হইলে নিজের অনেক কথা আসিয়া পড়ে। তাঁহাকে কনিষ্ঠের মতই জানিতাম। তিনি আপনভোলা ছিলেন। তাঁহার অভাব দেশের ও পরিষদের পক্ষে দিন দিনই অনুভূত হইতেছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ একটা তৈয়ারী করা যায় না। ব্যোমকেশ একটা বিধির নির্দ্দিষ্ট দান—এই পরিষদের জন্য ও বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য একটা ব্যোমকেশের দরকার হইয়াছিল,—তাই বিধাতা তাঁকে এনে দিয়াছিলেন। রামেন্দ্র, যতীন্দ্র, হীরেন্দ্র প্রভৃতিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য ব্যোমকেশের দরকার ছিল। সে পেটের ধান্দার জন্য কোনই তোয়াক্কা রাখিত না—পরিষৎ হইলেই তাহার দিন কাটত ভাল। পরিষদের জন্য, সাহিত্যিকদের জন্য ও সাহিত্যিক সভা-সমিতির জন্য সে উন্মাদ ছিল। বিধাতার কাছে প্রার্থনা—আর একটা ব্যোমকেশ দাও ভগবান্।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৪এ চৈত্র ১৩৩৫, ৭ই এপ্রিল ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীমন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ (ক) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, (খ) যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল, এটর্ণি এবং (গ) যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত প্রাচীন মন্দিরযুক্ত প্রস্তরখণ্ড, সূর্য্যমূর্ত্তি এবং দশভুজামূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল মহাশয়-প্রদত্ত মেনন্দর, আন্টিমেকাস ২য় ও সোটার মেগাস-এর মুদ্রা এবং (গ) শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ-প্রদত্ত কুজুল কদফিস্-এর মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ খাতায় লিখিত না হওয়ায় উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং এগুলির উপহারদাতা

কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কান্দী-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের চেষ্টায় এগুলি পাওয়া গিয়াছে।

থ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা ও মাসিক পত্রাদি উপহার পাওয়া গিয়াছে। উক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন এম্ এ মহাশয় এ জন্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন। পুস্তকগুলি এখনও শ্রেণীভেদে সাজান হয় নাই বলিয়া এখনও তালিকা প্রস্তুত হয় নাই।

৪। শোক-প্রকাশ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় টালার বিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-বংশের কৃতী সন্তান, হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। কিন্তু বড় ছিলেন অন্য বিষয়ে, ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার আলোচনা, অনুশীলন ও চর্চ্চায় তিনি বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্য প্রদেশেও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বঙ্গের গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে মহোদয় ভারতীয় প্রাচীন চিন্তার ধারাকে ভক্তি করিতেন। পরম্পরায় অবগত হইয়া যোগেন্দ্রবাবুকে তাঁহার দরবারে নিমন্ত্রণ করেন। সেই সভায় যোগেন্দ্রবাবু ভারতীয় রাগরাগিণীর ব্যাখ্যা ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্রসহযোগে তাল মান লয়ের ব্যাখ্যা করেন এবং এ সম্বন্ধে প্রায় ঘণ্টাখানেক বক্তৃতাও দেন। সেই দিন তাঁহার ব্যাখ্যায় সকলে বুঝিয়াছিল যে, ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যাকে জগদ্বাসীর অতি শ্রদ্ধার সহিত দেখা কর্ত্তব্য। তিনি সঙ্গীত-সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গের ব্যবহারাজীবী-সম্প্রদায় অপেক্ষা সঙ্গীত-সঙ্ঘের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত-পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন যোগেনচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এ্যাটর্ণি মহাশয় দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজি, সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতি আরও ২।৪টি ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এম্ এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম স্থান পাইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত শ্লোক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সংস্কৃত, ফরাসী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় তিনি যে আবৃত্তি করিতেন, তাহা অতুলনীয়। সংস্কৃত-মহামণ্ডল-পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার স্বভাব অতি মধুর ছিল। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, রামবাগানের প্রতিভা শেষ হইল।

পরিষদের অন্যতম সদস্য যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল মহাশয় বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী হইলেও তিনি মাতৃভাষার সেবা করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইতেন। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে King Learএর তর্জ্জমা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বহুদিন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বিদ্রূপাত্মক কাব্য ও কবিতা লিখিতেন।

সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত সদস্যগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। প্রদর্শন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় কাঁন্দী মহকুমার অন্তর্গত

সালার হইতে (ক) প্রাচীন মন্দিরযুক্ত প্রস্তরখণ্ড ও (খ) সূর্য্যমূর্ত্তি এবং গোকর্ণ হইতে (গ) দশভুজার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, এই সকল মূর্ত্তি শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সম্পাদক মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ মহাশয়-প্রদত্ত নিম্নলিখিত তিনটি মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন,—

(ক) মেনন্দর, (খ) আন্টিমেকাস ২য়, (গ) সোটার মেগাস। তৎপর শ্রীযুক্ত রাম-কমল সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত কুজুল কদফিসের মুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রাপ্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। প্রবন্ধ পাঠ—সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার "প্রাচীন পুথা-সংগ্রহ" নামক প্রবন্ধের ২য় অংশ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠক মহাশয়গণকে ধন্যবাদ দিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী এম এ, জামালপুর, ময়মনসিংহ ; ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য, কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর ; ৩। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগাঁচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া ; ৪। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চন্দ্র, শিবপুর ; ৫। ডাঃ শ্রীযুক্ত দাশরথি সিংহ, দেবীপুর, বর্দ্ধমান ; ৬। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, নৈহাটী। ৭। শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিত্র, বসিরহাট ; ৮। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৫০।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত এস্ এম্ বসু বার-এ্যাট্-ল, ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট ; ১০। শ্রীযুক্ত রতিকান্ত সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, শিবপুর চতুষ্পাঠী ; ১১। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ৬৬ হৃদয় ব্যানার্জি লেন, ক্ষীরের তলা, হাওড়া ; ১২। শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার, মাজু, হাওড়া ; ১৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাজু, হাওড়া ; ১৪। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ দত্ত এম্ এ, শিবপুর, হাওড়া ; ১৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সাহা মহাশয়ের বাড়ী, হালসীবাগান রোড, কলিকাতা ; ১৬। শ্রীযুক্ত অমলেশ ভট্টাচার্য্য, ২৬ হরিতকীবাগান লেন ; ১৭। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র, ২২।১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন ; ১৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১২ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন ; ১৯। শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার পাল, ছাগল-

নাইয়া এইচ ই স্কুল, নোয়াখালী ; ২০। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১০৫ আপার সার্কুলার রোড ; ২১। শ্রীযুক্ত হরিনাথ সিংহ, ২৪ তারক চট্টোপাধ্যায় লেন ; ২২। শ্রীযুক্ত হিরণ-কুমার সান্যাল এম এ, সিটি কলেজের অধ্যাপক, ৬ বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন ; ২৩। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, ৬এ বিপ্রদাস ষ্ট্রীট, গড়পার ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসু বি এ, সাঁকরাইল হাই স্কুলের শিক্ষক, হাওড়া ; ২৫। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, ৪।২ রামমোহন রায় রোড ; ২৬। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, যশোহর ; ২৭। শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দত্ত, "প্রভাস-ভবন," বাবাঠাকুরতলা, নিবাধুই, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা।

খ—উপহৃত পুস্তক

প্রদাতা—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, পুস্তক—১। ধনুর্ব্বেদ-সংহিতা (মূল ও অনুবাদ) ; শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ—২। ঋগ্বেদ-সংহিতা (খণ্ডিত) ৯ খানি ; শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—৩। অগস্ত্য-সংহিতা ; শ্রীযুক্তা রত্নমালা দেবী—৪। হিমালয় পরিভ্রমণ ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৫। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ (নাটক) ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—৬। থার্ড ক্লাশ, ৭। লাজপৎ রায়, ৮। পথের সন্ধান, ৯। পারস্য, ১০। মালাবদল, ১১। রামানুজ-চরিত, ১২। তরুণের স্বপ্ন, ১৩। তরুণের অভিযান, ১৪। মিচেল ও বিপ্লবী আয়র্লণ্ড, ১৫। রিক্তের বেদন, ১৬। ব্রহ্মচর্য্য, ১৭। রূপ ও রস, ১৮। Whither, Bengal ? (being a Study in National Awakening and Decline), ১৯। Dictionary of Philosophy and Psychology, Vol. I, ২০। The Childhood of the World, ২১। Die Reife u'm den Mond (Roman), ২২। Le Semeur (French), ২৩। L' Aven (French), ২৪। Prieſterthum Und Cofibat (Roman), ২৫। Eugenia Graudet (Balzac, French), ২৬। Sud-Frankreich ; শ্রীযুক্ত ডাঃ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ—২৭। শ্রীমহাভারতম্ (হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত), ২৮। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র—২৯। কায়স্থপুরাণ, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৩০। কংগ্রেস ; মৌলভী মোহাম্মদ শরফুল ইস্‌লাম—৩১। সৌন্দর্য্য, ৩২। মানবজীবন ; শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ সরকার—৩৩। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত ; শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী—৩৪। শ্রীগৌরাঙ্গ ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাদিত্য—৩৫। শঙ্করাচার্য্য (খণ্ডিত) ; শ্রীমতী জয়জয়ন্তী দেবী—৩৬। মানস-কুসুম (২ খানা) ; রেজিষ্ট্রারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—৩৭। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী ২য় ভাগ, The Officer-in-charge, Bengal Sectt., Book Depot.—৩৮। Supplement to the Progress of Education in Bengal for the years 1922-23 to 1926-27, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—৩৯। Fifteenth Indian Science Congress, Presidential Address (Section Geology) ; The Manager, University of London Press, Ltd.—৪০। A Bengali Phonetic Reader—Suniti Kumar Chatterjee, The Secretary, Varendra Research Society—৪১। Inscriptions of Bengal, Vol. III,

Containing Inscriptions of the Chandras, the Varmans, and the Sinas and of Isvaraghosha and Damodara, The Secretary, Smithsonian Institution—৪২। Annual Report of the Smithsonian Institution for the year 1927, ৪৩। Morphology and Evolution of the insect head and its Appendages, ৪৪। A Study of Body Radiation.

পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশন

২৬শে চৈত্র ১৩৩৫, ৯ই এপ্রিল ১৯২৯, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক "বন্দে মাতরম্" গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। এই গানের সময়ে সমবেত শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার রচিত "বঙ্কিমচন্দ্র" নামক দুইটি কবিতা পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, জাতীয়তার কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া, সাহিত্য সরলভাবে চলিবে, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীই হইল দেশপ্রীতি। নবীন বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে দুইটি নাম চিরউজ্জ্বল থাকিবে—একটি গৃহস্থ সাধক, গীতোক্ত কর্ম্মবীর বঙ্কিমচন্দ্র, অপরটি মানবশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। বঙ্কিমের বন্দে মাতরম্ হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীত—ইহাতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নাই। বঙ্কিমের সাহিত্য-রসে চিত্ত পরিপ্লুত হইয়া উঠে—বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্য এ সাহিত্যের কাছে অতি নগণ্য। দেহ বা যৌন ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই এই তরুণ সাহিত্যের সৃষ্টি। দেহ ব্যতিরেকে মানুষের আত্মা বলিয়া একটা জিনিষ আছে—যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই মানবাত্মা তাহার পূর্ণ বিকাশের পথ পায়, সেই সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য—এই পূর্ণ বিকাশই জীবন-ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি,—সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া, শুধু দেহধর্ম্ম লইয়া কখনই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন—মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাই বাঙ্গালীত্বের প্রথম সোপান।

ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি এইচ ডি মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমের লেখা যতই

পড়া যায়, ততই তাহা হইতে নূতন নূতন জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার 'আনন্দ মঠ' উচ্চ আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—অনেকে এই আদর্শবাদ হইতে প্রেরণা পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকস্থলেই রক্ষণশীলতার অনুমোদন ও অনেক ক্ষেত্রে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। দেশের মধ্যে ন্যাশনালিটী বা এক-জাতীয়ত্ব স্থাপনে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার "সাম্য" পড়িলেই জানিতে পারি, তিনি কিরূপ সাম্যবাদী ছিলেন। বঙ্কিম, ভূদেব, বিবেকানন্দ প্রভৃতির লেখারই ফলই বর্ত্তমান বাঙ্গালা। তিনি অতীতের মোহন ছবি যেমন আঁকিয়াছেন, তেমনি বর্ত্তমানের কঠোর সময়েরও আলোচনা করিয়াছেন, আবার ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতও করিয়া গিয়াছেন।

কুমারী লীলারাণী "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী" গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯এ ফেব্রুয়ারী ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহে Society for the Higher Training of Youngmen সভার পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বেদের বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তখনই তাঁহাকে প্রথম দেখি। এ বিষয়ে আমাদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। বঙ্কিমের রচনার স্বরূপ, ক্রমবিন্যাস ও স্তরের বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়। তিনি দেখাইয়াছেন, তাঁহার লেখার দুইটি স্তর আছে, প্রথম ভাগে তিনি কবি এবং দ্বিতীয় ভাগে তিনি ঋষি। এই শেষোক্ত ভাগেই তিনি জাতি-সংগঠনের ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষা যাহাতে নেতার ভাষা হয়, তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান উন্নতির মূলে বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার অনুশীলন-ধর্ম্মে, কৃষ্ণচরিতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। তিনি সৌন্দর্য্যের সেবক ছিলেন। এই সৌন্দর্য্য-সাধনার পরিণতিই তাঁহার মানস-প্রতিমা শ্রীকৃষ্ণ। আজিকার দিনে সহরের অন্যত্র শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয় সভার অধিবেশন হইতেছে—আজ সুভাষচন্দ্র এখানে আসিলে অতি শোভন হইত। বক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের "মাতৃমূর্ত্তি" পাঠ করিয়া বলিলেন, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্ময়ী জননী, সকলের জননী, হিন্দু ও মুসলমানের জননী—সেই জননীর শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম—'বন্দেমাতরম্'।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বঙ্কিমের "লোক-রহস্য" হইতে "বাবু" পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, আজকের দিনে যে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রাদ্ধ-বাসর, তাহা মনে ছিল না—আসিতে প্রেরিত হইয়াই আজ আসিয়াছি—বঙ্কিমের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার তিল-জল দিতে এসেছি। পাঁজীতে বৈষ্ণব মহাত্মগণের আবির্ভাব-তিরোভাবের দিন যেখানে লেখা থাকে, তাহার আগে বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালীর ভাষাকে ও সমাজকে যাঁরা গড়ে তুলেছেন, তাঁদের আবির্ভাব-তিরোভাবের দিন উল্লেখ থাকা উচিত। পরিষৎ পঞ্জিকাকারগণকে ঐরূপ তারিখের ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিন। বঙ্কিমের বিষয়ে আলোচনার শেষ হয় না। সাহিত্যিক দুই রকম, এক জাত সাহিত্য সৃষ্টি করে—অন্য জাতি সাহিত্য যা' দেখে তাই লেখে, যেন ফটোগ্রাফার। Shakespeare, বঙ্কিম প্রভৃতি প্রথম জাতির অন্তর্গত। ইঁহারা কেহই পুরাণো হবেন না। ইঁহাদের সৃষ্টি অমর হইয়া থাকিবে। বঙ্কিম বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হ'তে

বলতেন। আমাদের মনে হয় যে, এখন যেমন চলছে, এভাবে চললে বাঙ্গালা দেশে আর বাঙ্গালী থাকবে না—মাড়োয়ারী, গুজরাটী, বা আর কোন জাতির মধ্যে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লুকাইয়া থাকবে। যাতে অন্য প্রদেশের আক্রমণ হ'তে বাঙ্গলাকে রক্ষা করা চলে, তার জন্য আসুন এই শ্রাদ্ধবাসরে কৃতসংকল্প হউন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও কীর্ত্তির পরিচয় আজ আমরা দেশগঠন কার্য্যে দেখিতে পাইতেছি। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে দেশে জাতিগঠন কার্য্যের কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। বঙ্কিমের পূর্ব্বে এ কার্য্যের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে দেশে ছিল বলিয়া আমার মনে হয় না। বঙ্কিমের আসন এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চে বলা যাইতে পারে। তিনিই প্রথম Applied Politics—(ফলিত দেশপ্রেমের) সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইয়া দেন। 'আনন্দমঠের' মহেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ যখন 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মাঠের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছেন, তখন ফলিত দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমের আদর্শ প্রফুল্ল-চরিত্রের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাদিগকে আত্মোপলব্ধির পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সত্য, সনাতন, সুন্দরকে ভালবাসিতেন ও উপাসনা করিতেন—এবং সে সকল তিনি রচনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সময়ে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সদস্যগণ "বাণী কীর্ত্তন" গান করিলেন।

অতঃপর সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, বঙ্কিম গাহিয়াছিলেন—"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?—হরে মুরারে!" বাঙ্গালায় আজ যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, ইহা রোধিবার নয়। আপনারা এই মন্ত্র মনে মনে জপ করুন এবং মন্ত্রের সাধনা দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করুন। তাঁর মাতৃমূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব কল্পনা—এ মায়ের পূজা বাঙ্গালায় ত হয় না! এই মূর্ত্তি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, নগরে নগরে স্থাপন করুন—ভক্তিভরে পূজা করুন—ইহাই আমার নিবেদন—'হরে মুরারে'।

তৎপরে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক একটি গান গীত হইলে পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের

কার্য্যবিবরণ

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

৮ই বৈশাখ ১৩৩৬, ২১এ এপ্রিল ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়-লিখিত শোক-সঙ্গীত গান করিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয় "মণিহারা" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন-কথা অবলম্বনে লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় 'মণিলাল' নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

ডক্টর রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বলিলেন, মণিলাল ছেলেবেলায় প্রিয়দর্শন ছিল—স্বভাব তাহার অতি মধুর ছিল। এক সময়ে 'ভারতী'-সম্পাদন সম্পর্কে মণিলালের সহিত পরিচয় হয়। তৎপর এক কবিতা 'ভারতীতে' প্রকাশ সম্পর্কে তাহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই। সৌভাগ্যক্রমে ঠাকুর-বাড়ীতে বিবাহ করায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থাকার দরুণ মণিলালের সাহিত্য-প্রীতি ও সাহিত্য-চর্চ্চার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। তাহারই ফলে, কালে সে একজন সুসাহিত্যিক হইয়াছিল। তাহার প্রকৃতি খুব গম্ভীর ছিল ও তাহার বাক্-সংযম ছিল।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, "পাছে এল আগে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে"। বিধির বিধান বুঝিতে পারি না। যাদের উপর ভাষা ও সাহিত্য-সম্পদ্ পাবার জন্য দেশ আশা করে, তারা এমনি করেই দেশকে ফাঁকি দেয়। মণিলালের সাহিত্য-সৃষ্টির ও সাহিত্যালোচনার কথা কিছু বলব না, দেশ ক্রমেই সে পরিচয় পাবে। তাহার 'ভারতী' কার্য্যালয়টি বঙ্গ-ভারতীর সেবকগণের একটি আড্ডা ছিল—তরুণেরাই সেখানে মনের কথার আদান-প্রদান ক'রত, আমার মত স্থবিরকে যে তারা কল্কে দিত না, তা' নয়, খুব শ্রদ্ধা ক'রত। মণিলাল নিজে সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে বেশ সুযশ নিয়ে গিয়েছে। তার জন্য তাকে ঢাক পিটাতে হয়নি। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, নিজের মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার স্ত্রীর সহিত মিলিত হবার জন্য অপেক্ষা ক'রে বসেছিল। বাহিরে যদিও তার হৃদয়ের দারুণ হাহাকার জানাত না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে জন্য তার জীবনীশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হচ্ছিল।

শ্রীযুক্ত শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, মণিলালের চরিত্রের একটা সহজ সঙ্কোচ ভাব ছিল—যাতে ক'রে লোকে মনে ক'রত, সে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিল। বস্তুতঃ তা' সে ছিল না। তার স্বভাব খুব মধুরতায় পূর্ণ ছিল—তার বাক্যে, লেখায়, আচরণে—

সর্ব্বত্রই সেই মাধুর্য্য প্রকাশ হ'তো। পরিষদে যে স্মৃতি-সভা হ'য়েছে—এ খুব ভালই হ'য়েছে। গুণীর ও শ্রদ্ধার পাত্রদের সম্মান দেখাবার ভাব দেশে যত জাগে, ততই মঙ্গল।

সান্ধ্য-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৺মণিলালের বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এ যেন সব ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেল। কোথায় আমরা চ'লে গেলে মণিলালরা এসে আমাদের জন্য শোক-প্রকাশ করবে, তা' না হ'য়ে আমাদের ঘাড়েই সেই কাজের ভার পড়লো। একে একে ছোটরা আমাদের জব্দ করতে আরম্ভ করেছে। এই সে দিন ৺দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর জন্য এই পরিষদে শোক-প্রকাশ করে গেলাম। মণিলালের সঙ্গে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমার আলাপ হয়—সাহিত্য-সূত্রে নহে। আমরা উভয়েই এক বাড়ীতেই বিবাহ করেছিলাম। সে আমার বিশেষ আত্মীয় ছিল। তার সম্বন্ধে বেশী বলতে গেলে নিজের অনেক কথা এসে পড়বে। আমি কতকটা মণিলালের অনুরোধেই "সবুজ-পত্র" বের করি। প্রথম দু'বছর মণিলালই কাগজ চালায়। সে লিখত বেশ সুন্দর—তার কথার নির্ব্বাচন ও শব্দযোজনা ভালই ছিল। সাহিত্যের প্রতি তার একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এদের সময় হ'তেই বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য গ'ড়ে উঠতে লেগেছে। এখন বাঙ্গালী আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছে,—এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠবে।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি পাঠ করেন,—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভ্য, নিষ্ঠাবান্ সাহিত্য-সেবক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার আত্মীয় ও পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই প্রস্তাবের পতিলিপি সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় মণিলালবাবুর পুত্রগণের নিকট পাঠান হউক।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে যাহাতে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, তাহার ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করা হউক।

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাবদ্বয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত মহাশয়গণ পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ১০৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ১০৲, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ১০৲, শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ১০৲, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১০৲, সান্ধ্য-সমিতির পক্ষে ১০৲, দুই জন বন্ধু ২০৲, মোট ৮০৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু এই সকল দানের প্রতিশ্রুতির জন্য প্রতিশ্রুতিকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাস্থ ব্যক্তিগণকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় পরিষদের পক্ষে সভাপতি মহাশয়কে এবং প্রবন্ধ ও কবিতাপাঠকগণকে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথনাথ বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

২৩এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৬ই জুন ১৯২৯, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, যত দিন এই পরিষৎ ও বঙ্গভাষা থাকিবে, তত দিন রামেন্দ্রসুন্দরের স্মৃতি বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী, খাঁটী ব্রাহ্মণ ও আদর্শ সাহিত্যিক ছিলেন। অপূর্ব্ব হাসিতে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের পরিচয় পাওয়া যাইত। আসুন, আপনারা শত কাজ ফেলিয়া রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তি- এই পরিষৎকে বড় করুন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ মহাশয় বলিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বঙ্গভাষার প্রবেশাধিকার হইয়াছে, তাহা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অকপট চেষ্টায়। মূলে এই পরিষদের ভিতর দিয়াই তাঁহারা এই মহৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অসুখের সময় তিনি বলিতেন, আমার কিছু দিবার আছে। এই বলেই তিনি জগন্নাথ-মন্দির সম্বন্ধে তাঁহার theory আমায় বলেন। আমার যে "বিচিত্র প্রসঙ্গ," তাহার বিষয় তাঁহারই,—ভাষা আমার। এই পুস্তকে তিনি যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মনস্বীরই উপযুক্ত বিষয়। শঙ্করভাষ্য ও বেদান্ত তিনি নিজের জিনিষ করিয়া লইয়াছিলেন। এ সকল বিষয়ের পরিচয় পাইয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন—আগে তাঁকে নাস্তিক বলেই জানতাম, এখন আমার সে ধারণা ভুল, তা' বুঝলাম। তিনি হঠাৎ চলে গেলেন। অনেক জিনিষ তাঁর কাছে পাওয়া যেত, আর কারু কাছে সে সব পাব না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় বলিলেন,—যখনই রামেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে, তখনি তিনি এই পরিষদের কথাই আনিয়া ফেলিয়াছেন।

পরিষৎকে বাদ দিয়া তাঁহার কথা ভাবাই যায় না। আমার মনে হয়, বৎসর বৎসর তাঁহার বিষয়ে এক একটা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করা উচিত। আগামী বৎসর "রামেন্দ্রসুন্দর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ধারাবাহিক ইতিহাস" বিষয়ে একটা প্রবন্ধ কেউ পাঠ করিলে ভাল হয়। আমার মনে হয় যে, বিভিন্ন বিদ্যার সামঞ্জস্য করিতে তিনি যেমন পারিতেন, এমন বোধ হয়, এ দেশে ও জগতে কেহ পারিবেন কি না, সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, ৺রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রেন (Brain) ছিল ও তাহার উৎকৃষ্ট চাষ হ'য়েছিল, তার কোনই সন্দেহ নাই। আজকাল ব্রেনের চর্চ্চা এত বেশী হচ্ছে যে, তা' বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু অনেকের দেখতে পাই যে, ব্রেনের চর্চ্চা কর্‌তে গিয়ে তাঁদের প্রাণ নষ্ট করে ফেলেছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্রেনের চর্চ্চাও দেখেছি ও প্রাণেরও পরিচয় পেয়েছি। আমাদের মত মুর্খতেও তাঁর কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা বুঝতে পার্‌ত। সারল্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য—তাঁর স্বভাবে পূর্ণমাত্রায় দেখেছি। হৃদয়খানা তাঁহার যেন ফল-ফুলের বাগান ছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় "প্রকৃতি-পূজা" পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, যাঁহার ত্যাগে এই পরিষৎ অনুপ্রাণিত, সেই পরিষদেই তাঁর স্মৃতি-পূজার আয়োজন বিশেষভাবেই হওয়া উচিত—এবং সেই জন্য আমরা বৎসর বৎসর এই স্মৃতি-পূজার ব্যবস্থা করেছি। তাঁর প্রতিভা বহুমুখী ছিল, "যজ্ঞকথায়" তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শঙ্করভাষ্য যেমন আয়ত্ত ক'রেছিলেন, তেমনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডও আয়ত্ত ক'রতে পেরেছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই "যজ্ঞকথা" বঙ্গভাষায় পড়েন। তার আগে কেউ বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার অধিকার পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহা একটা new departure। স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তখন ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। এই রচনা পাঠ ক'রলে দেখা যায় যে, জগতের সকল ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর বক্তব্য বিষয় তিনি উজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত ক'রেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল—সে সব কথা বলতে গেলে ব্যক্তিগত কথা এসে পড়বে। তাঁহার প্রকৃতির মধুরতা, হৃদয়ের ব্যাপকতা, মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ, তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল। বুদ্ধি ও হৃদয় সমীকৃত ও সমঞ্জস ছিল। পরিষদের জন্য তিনি কত যে করেছেন, তা' ব'লে শেষ করা যায় না। একটা কিছু সৃষ্টি করতে হ'লে কিছু ত্যাগ—'বিসর্গ' থাকা চাই। ত্যাগের উপর যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত না হয়, তা' স্থায়ী হয় না। রামেন্দ্রবাবুর বিশাল ত্যাগেই এই পরিষৎ গ'ড়ে উঠেছে। তিনি পরিষদের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বলি দিয়াছিলেন। পরিষদের জীবন-যজ্ঞে তাঁর এই বিপুল ত্যাগ ভারতে ও অন্যত্র দুর্ল্লভ।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৯ই জুন ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—১। শোক-প্রকাশ—(ক) নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ও (খ) শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই মহাশয়ের অভিভাষণ, ৩। পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। পুরস্কার প্রবন্ধ পরীক্ষার ফলাফল বিজ্ঞাপন, ৫। ষট্‌ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৬। ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৭। ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৮। (ক) বিশিষ্ট, (খ) অধ্যাপক, (গ) সহায়ক ও (ঘ) সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ জানাইলেন যে, পরিষদের সদস্য (ক) নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য এবং (খ) শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে নলিনাক্ষবাবু সদস্য হইবার পর হইতেই পরিষদের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, দর্শন শাখার আহ্বানকারিরূপে ও বিভিন্ন শাখাসমিতির সভ্যরূপে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নীরব কর্ম্মী ছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। তাহার লিখিত "মনোবিজ্ঞান" পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

২। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, এই পরিষদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তাবুদ্ধি বহু দিন হইতে জন্মিয়াছে। কেন, তা বলি। ছেলে বেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া অল্প অল্প বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে শিখি। তখন কাশীদাস, কৃত্তিবাস ও অল্প অল্প আলোচনা করিতাম মাত্র। তারপর কালে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান হই। তখন বাধ্য হইয়া নানা রকম বাঙ্গালা বই পড়িতে হইত। দেখিলাম যে, যাহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলে, তা একখানিও নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি অনেকেরই বই দেখিলাম। তাহাতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনেক কথা সে সব পুস্তকে নাই—অনেক জিনিষ দিবার আছে। সে সব কথা প্রচার করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। এই পরিষৎ-প্রতিষ্ঠার পর হইতে শ্রীযুক্ত

নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির মারফতে আমিও অনেক পুথি সংগ্রহ করি। এই সকল পুথি আলোচনায় কত যে অমূল্য জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাহা আপনারা জানেন। এই পরিষৎই যে, এই বিষয়ে আলোচনার প্রকৃত ক্ষেত্র, তাহা বুঝিয়া আমি ইহার সহিত মিলিত হই। পরিষৎ তাহার ৩৫ বছরের গৌরবের ইতিহাসে সে সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রচুর নিদর্শন দিয়াছে। আর আমিও যে ইহার কোন না কোন কাজ করিতে পারিয়াছি—ইহার গঠনে একখানি কাঠও যে যোগান দিতে পারিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। ধর্ম্মমঙ্গল জিনিষটা কি? ইহা পূজা বলিয়াই সকলে জানিতেন। এ বিষয়ে Research করিয়া আমার ধারণা হয় যে, এটা বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ—Tail end। এ সব ধারণার মূল হইল, সকল রকম পুথির আলোচনা। এ সকল বিষয়ে Research করিতে নেপাল যাই। সেখানে নানা গান, দোঁহা ও পুথি পাই। লালগোলার মহারাজের দয়াতে ও পরিষদের চেষ্টায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি বলেছি, ইহাতে হাজার বছরের বাঙ্গালার নমুনা আছে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, ইহা ১৩।১৪ শত বছরের পুরাণো। এই বই প্রকাশ করিয়া পরিষৎ দেশের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। পরিষৎ যে এইরূপ Research পথেই চলিবে, তাহা আমার দৃঢ় ধারণা, আর এই জন্যই পরিষদের সহিত আমার আত্মীয়তা হইয়াছে। আমার এখন শেষ অবস্থা, তার উপর আমি পীড়িত। এই অবস্থাতেও আপনাদের নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আজ কিছু বলিতে হইবে। আজ আপনাদিগকে "বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিল," সে সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বলিব। এই কথা বলিয়া, সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত—এই উভয় সাহিত্য আলোচনার দ্বারা উভয় সাহিত্যকেই জীবিত রাখিয়াছেন। এই হেতু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সহিত এই পরিষদের সংযোগ রাখিতে এবং সম্ভব হইলে উভয় সাহিত্য-পরিষদের amalgamation করিতে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস মহাশয় পরিষদের চিত্রশালার জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই কার্য্যবিবরণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন এবং শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবু এই এক বৎসর মাত্র সম্পাদকীয় ভার প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার শত শত কার্য্যের ভিতর পরিষদের কার্য্য অতি সুন্দর ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত বলিলেন যে, এবার আমরা বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত অবস্থায় পাইলাম। ইহা পরিষদের ইতিহাসে প্রথম। এই জন্য পরিষদের কর্ম্মচারিগণ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৪। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পুরস্কার ও পদকের জন্য যে সকল প্রবন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই সকল পুরস্কার ও পদক পাইবেন বলিয়া পরীক্ষকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ক) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পুরস্কার ১০০৲। "শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় এই পুরস্কার (১০০৲) পাইবেন।

(খ) হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক। "হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(গ) রামগোপাল রৌপ্যপদক। "অক্ষয়কুমার বড়ালের কনকাঞ্জলির বিশেষত্ব" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বসু এম এ মহাশয় এই পদক পাইবেন।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থিত করিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ মহাশয়ের সমর্থনে এই আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৬। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ ৩৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ।

সহকারী সভাপতিগণ—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল।

„ রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

„ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল-এল ডি, সি আই ই।

„ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি।

„ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

„ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস-সি, পি-এইচ ডি।

„ মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই।

„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন), এফ আর ই এস।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সমর্থক— „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

অনুমোদক— „ অনাথবন্ধু দত্ত এম এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি।

অনুমোদক— „ রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি।

সহকারী সম্পাদকগণ—

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

„ কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার।

„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্ সি।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রবেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমর্থক—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

সমর্থক— „ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

অনুমোদক— „ কিরণচন্দ্র দত্ত।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সমর্থক— „ মন্মথমোহন বসু এম এ।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

সমর্থক— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল।

সমর্থক— „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু।

সমর্থক— „ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

„ অনাথনাথ ঘোষ।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

সমর্থক— „ নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ।

৭। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় জানাইলেন যে, সদস্যগণের নিকট হইতে ২৫৪ খানি ৩৬শ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের নির্ব্বাচন-পত্র ফেরত আসিয়াছে। তন্মধ্যে ৪ খানি পত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

ডক্টর শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি।

„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

" রায় চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস।

" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়।

" রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ।

" অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

" " ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি।

" " বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল।

" ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি।

" কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী।

" অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু এম এ।

" অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ।

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি।

" অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

" মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

" অধ্যাপক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস।

" মৃণালকান্তি ঘোষ।

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৬ জন সভ্য মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

" অধ্যাপক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত ৩ জন সদস্য শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এইচ ডি।

" অমলচন্দ্র হোম।

" অধ্যাপক দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি।

৮। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন মহাশয় সদস্যগণ কর্ত্তৃক বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

(১) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

(২) " কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(৩) " হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।

(৪) শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ।

সমর্থক— " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ।

(গ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নূতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন—

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র।

" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

" রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।

(ঘ) পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৯। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এবং (খ) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়দ্বয় ৫ বৎসর কার্য্যাধ্যক্ষ পদে ছিলেন, এ বৎসর নিয়মানুসারে তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা অক্লান্তভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ও রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর বিশেষ যত্ন সহকারে যথাক্রমে সহকারী সম্পাদকের ও আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বিশেষ উদ্যমে আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি প্রস্তুত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ, ৭৫ বিডন ষ্ট্রীট্। ২। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল, ১২।১ বি গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্। ৩। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিসের ডি আই জি-এর এসিষ্টাণ্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা। ৪। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দাস, ১১ উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড। ৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন এম এ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অব এক্‌জামিনেশন। ৬। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দত্ত এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৭। শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, ১৯ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্। ৮। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, ৪১ ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট্, খিদিরপুর।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

৯ই আষাঢ় ১৩৩৬, ২৯এ জুন ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টা।

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ-পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ঝিল্লি-খাসপুর হইতে সংগৃহীত শিলালিপি ও বৌদ্ধমূর্ত্তি, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত—"বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল" নামক প্রবন্ধ, ৬। নিয়মাবলী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আলোচনা, এবং ৭। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম এ, এল-এল ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ খাতায় লিখিত হয় নাই বলিয়া পঠিত হইল না।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় মুরশিদাবাদ জেলার ঝিল্লি-খাসপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রনাথ সিংহ ও শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত তিনকড়ি অধিকারী মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত হুসেন সাহের সময়ের ৯১১ হিজরীর একটি প্রস্তরলিপি এবং ঐ গ্রাম হইতে সংগৃহীত একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন এবং প্রদাতৃগণকে ও সংগ্রহকার্য্যে সাহায্যকারি-গণকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় কোচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ এম এ মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি প্রাচীন পুথি প্রদর্শন করিলেন, এবং এই পুথি দানের জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন যে, একখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর দেখেছি, তাতে লেখকের নাম দেখা যায় নাই। বররুচির মুদ্রিত গ্রন্থ দেখেছি। তাতে ঐ সংস্কৃত গ্রন্থের মতই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান আছে। বিল্‌হনের কাব্যে বীরসিংহ রাজার নাম পাওয়া যায়। সেগুলির কাব্যাংশেও আমাদের ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে

কোন কোন অংশে প্রভেদ আছে। চৌরপঞ্চাশৎ আমাদের দেশে বহু দিন থেকে প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শ্লোক ধরে বিদ্যাসুন্দর লিখেছেন বলে মনে হয়। তিনি আক্রোশে পড়ে বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন, ইহা অনেকে বলেন। রামপ্রসাদও লিখেছিলেন, তবে আক্রোশে নয়। ভারতের পুস্তকের গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা-দোষ, তখনকার সমাজ দোষ বলে মনে করত না। আমাদের নজরে এখন অশ্লীল বলে মনে হতে পারে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ভারতের বিদ্যাসুন্দর যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছন্দ উহার অতুলনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানের তুলনায় উহা যে অশ্লীল, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, আজ আমরা আর একজন বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতার পরিচয় পাইলাম। পত্রিকায় প্রকাশ হইলে এ বিষয়ের আলোচনার সুযোগ হইবে। রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের তুলনা করা আজ অসাময়িক। সকল বিদ্যাসুন্দর একত্র করে সমালোচনা বা মত প্রকাশ করা যায়, কাহার গ্রন্থ ভাল। শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা Oriental Conferenceএর অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় প্রবন্ধ দ্বারা সমস্তই বলিয়াছেন। শ্লীলতা বা অশ্লীলতার সীমা-নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজিকার প্রবন্ধ ও তাহার আলোচনা সুন্দর হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের শ্লীলতা বা অশ্লীলতা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। আজকালকার সবুজ-যুগে কোন্‌টি শ্লীল ও কোন্‌টি অশ্লীল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা বড় কঠিন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সব দেশেই যখন বিদ্যমান আছে, তখন নানা স্থানের রুচি অনুসারে উপাখ্যানটির কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন অসম্ভব নহে। বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানে যে কালীপূজার কথা আসিয়াছে, তাহা শ্রীমন্তের কালী Cult-বিশিষ্ট। তদানীন্তন কবিরা ঐরূপে কালী-পূজার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ-প্রভাবের পর হইতে দেশে কালীপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা বলা যায় না। গণপতিবাবু আক্রোশে বিদ্যাসুন্দর রচনার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ ভক্তকবি ছিলেন। তাঁহাতে এ দোষ আরোপ করা সমীচীন হইবে না। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তিনি নূতন করিয়া পুরাতন বিদ্যাসুন্দরের আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষণে যতগুলি বিদ্যাসুন্দর বাহির হইয়াছে, তাহার পারম্পর্য্য আলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি।

৬। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় পরিষদের কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তনের ও পরিবর্দ্ধনের প্রস্তাব করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে শাখা-সমিতির উপর সেগুলির আলোচনার ভার দেওয়া হয়। পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি শাখা-সমিতির মন্তব্য আলোচনা করিয়া যে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত উপস্থিত করিতেছি। এই বলিয়া প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনাদি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ মহাশয় এই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৪ (ক) নিয়মের "কোনও মাসিক" কথার পর "বা বার্ষিক" বসিবে।

১৫শ নিয়ম এইরূপ হইবে—"প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যূন ১৲ অথবা বার্ষিক অন্যূন ১২৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"

৩৩ (ক) নিয়মে "লিখিত" কথা বাদ দেওয়া হউক। "তৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাবের" পর "এবং তৎসঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম" বসিবে।

৩৩ (খ) "সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত" এই কথার পর "এবং ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত" বসিবে।

৩৫শ নিয়মের "সভাপতি ও সহকারী সভাপতি" এই কথার পর "এবং কোষাধ্যক্ষ" বসিবে।

৩৬ (ক) নিয়মের "প্রতি সদস্যের নিকট" এই কথার পর "টিকিট-বিহীন নির্ব্বাচন-পত্র মুদ্রিত খাম সমেত" এই কথা বসিবে।

৫৫শ নিয়মের "গৃহনির্ম্মাণ-তহবিল" এই কথার পর "বিশিষ্ট ধন-ভাণ্ডার, দেনা-পাওনার তালিকা ও আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ" যোগ হইবে।

৯৯ নিয়মের শেষে—"এবং তিন মাসের মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত মন্তব্য প্রত্যাহৃত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না" যোগ হইবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের দুই জন স্বনামখ্যাত সদস্যের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম এ, এবং পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল মহাশয় আর ইহজগতে নাই। স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে নীরস আইন লইয়াই বড় হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও শাস্ত্র আলোচনায়, বিশেষতঃ তন্ত্রের আলোচনায়, জীবনের শেষ কাল তিনি কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। নরেশবাবুও আইন ব্যবসায়ের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য আলোচনা করিতেন। পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সম্মিলনেও তিনি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩৬।১ হ্যারিসন রোড, ২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এল, এড্‌ভোকেট, ৩১ হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট, ৩। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, সাতক্ষীরা হাই স্কুল, পোঃ সাতক্ষীরা (খুলনা), ৪। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বসু, ম্যানেজার, লাহারাজ এষ্টেট, মণ্ডলঘাট, পোঃ বাগনান্, হাওড়া, ৫। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, ৬০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, স্কুলসমূহের সাব্ ইনস্পেক্টর, বারাকপুর, ৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী বি এ (ক্যাণ্টাব), ব্যারিষ্টার, ৭৯।১ লোয়ার সার্কুলার রোড, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় বি এ, বি টি, শিক্ষক, নর্ম্যাল স্কুল, চট্টগ্রাম, ৯। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জে এম দাশ এম বি, ৩৬ হ্যারিসন রোড।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক-সংখ্যা ও উপহারদাতৃগণ

শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ রায়—১, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি—১, Bengal Government—৫, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১২২, মেসার্স এস কে লাহিড়ী এণ্ড কোং—১, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন—১, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—১, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী—১, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়—১, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যাবত্ন—৪, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—৭, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বটব্যাল—১, শ্রীমতী কুমুদিনী মজুমদার—১, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সরকার—১, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—২, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন—১, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১, শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত—১, শ্রীযুক্ত এম জে শেঠ—৩, India Government—৫, Watson Museum—১, Surveyor General of India—১।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-বার্ষিকী

১৫ই আষাঢ় ১৩৩৬, ২৯এ জুন ১৯২৯, শনিবার।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনা

প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ গবর্ণমেণ্ট সিমেট্রিতে কবিবরের সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবিবরের উদ্দেশ্যে কবিতা পাঠ ও প্রার্থনা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বি এল, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত ডাঃ কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী হালদার, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এবং শ্রীযুক্ত জলধরবাবু

প্রার্থনায় যোগদান করেন, এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়ার লিখিত কবিতা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী-নির্ম্মাণ যাহাতে সত্বরে হয়, তজ্জন্য সকলকে তৎপর হইতে অনুরোধ করেন।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

এই দিন অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, যত দিন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য থাকিবে, তত দিন মধুসূদন অমর হইয়া থাকিবেন, এবং বঙ্গভাষাও অমর হইয়া থাকিবে। এই পয়ার-প্লাবিত দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নূতন আসিয়া দেশে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "মধুসূদনের ভাষা ব্যাকরণ-দোষ-দুষ্ট।" মধুসূদন জীবনে কোন উৎসাহ পান নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রতি নিজের অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন যে, "সময় আসবে, যখন লোকে আমার কবিতার আদর করবে।" বাস্তবিকই তাহা হইয়াছে। 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' লোকে ভুলিতে পারে, কিন্তু 'মেঘনাদবধ' অমর।

শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, দেশে বঙ্কিম-স্মৃতির পূজা হয়, বঙ্কিমের জন্মস্থানে বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন হয়, আর কবিতার রাজা মাইকেলের জন্মস্থানে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলন হইবার কি কোনই ব্যবস্থা হয় না? ২৪এ জানুয়ারী কবির জন্মদিন। এই দিন সাগরদাঁড়িতে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলন করিবার ব্যবস্থা পরিষৎ করুন।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে শ্রীযুক্ত ফণীবাবু সাগরদাঁড়ি যাতায়াতের জন্য ষ্টীমারের বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কবিবরের জন্মস্থান সাগরদাঁড়িতে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হইবে।

তৎপরে বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ 'ব্রজাঙ্গনা' হইতে গান গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের বিষয়ে এক কবিতা পাঠ করিলে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, সাগরদাঁড়িতে মাইকেলের জন্মদিনে মাইকেল-সাহিত্য-সম্মিলন করার প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। কবিবরের জন্মস্থান দেখিতে চাহিলে আমাকে এক গোয়ালঘর দেখান হয়। হায়, বাঙ্গালী কি এ দেশে বাস করে না? অমর কবি যেখানে প্রথম মাটি ছুঁয়েছিলেন, সেই পবিত্র তীর্থ কি না গোয়ালঘরে পরিণত! চলুন আপনারা ২৪এ জানুয়ারী সাগরদাঁড়িতে, নিজ নিজ চোখে অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করুন। শ্রীমান্ ফণিভূষণ সকল ব্যবস্থার ভার নেবেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ বলিলেন, কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি অতি মনোরম স্থান। তিনি যে কবিত্ব-শক্তি পেয়েছিলেন, স্থানীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যই ছিল তার উৎস।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমের বাড়ী ধ্বসে পড়েছে, বিদ্যাসাগরের বাড়ী মাড়োয়ারী কিনে নিয়েছে—মাইকেলের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ি উৎসন্নে গিয়েছে—তাঁর জন্মভূমি গোয়ালঘরে পরিণত হ'য়েছে—রামমোহনের স্মৃতি মন্দির গড়তে এক যুগ লাগে। দেশে যদি স্বাধীনতার মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলতে হয়, তবে ইংরেজকে গাল দিলে তা হবে না, তাদের যা ভাল, তা নিতেই হবে। তারা Hero-worship করতে জানে। কবির জন্মদিনে সাগরদাঁড়িতে হাজারে হাজারে স্ত্রী-পুরুষ যাক্। বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, মেঘনাদ-বধ লিখে, যিনি দেশের স্ত্রী-পুরুষকে মাতিয়েছিলেন, ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন, তাঁর জন্মভূমিতে গিয়ে সেইরূপ ক্ষিপ্ততায় যেন সকলকে পায়।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, আজ ২৯এ জুন। জাতীয় মহাকবির স্মৃতি বাসরে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা সমবেত হ'য়েছি, আমরা ধন্য। মাইকেলের গরিমা, তাঁহার বিবাট্ দান আমরা বুঝতে পারি নাই। যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গদ্য-সাহিত্যে ভাষাকে উন্নত ক'রে গিয়েছেন, মধুসূদন তেমনই অমর পদ্য-সাহিত্যের দ্বারা মাতৃভাষাকে অমর করে গিয়েছেন। মধুসূদনকে বুঝতে হ'লে এই পরিষৎকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর সাহিত্য পঠন-পাঠন, মাইকেল-সম্মিলন—সাহিত্যিক অভিযান করা হউক। তিনি প্রকৃত দেশভক্ত বা মাতৃভক্ত ছিলেন। "পরধন লোভে" মত্ত হ'তে নিষেধ ক'রে গিয়েছেন। তাঁহার অন্তরের ক্রন্দন, "রেখ মা দাসেরে মনে" স্মরণ করলে মস্তক তাঁর চরণে স্বতঃই অবনমিত হয়। "চল সখি ত্বরা করি" পড়লে, তাঁর প্রাণ যে বৈষ্ণব-রসে সিক্ত, তা কে না বল্‌বে? তিনি বাহিরে সাহেবী পোষাকে আবৃত থাক্‌লেও অন্তরে তিনি প্রকৃত স্বদেশী ছিলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, সাহিত্য কারও নিজের সম্পত্তি নয়। সাহিত্যে জাতীয়তার গণ্ডী টান্‌লে চল্‌বে না। সাহিত্য চিরদিনই বিশ্বের সম্পত্তি। মধুসূদন যে সাহিত্য দিয়ে গিয়েছেন, তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, যত দিন বেঁচে থাকব, এই দিনে এই উৎসবে আসতেই হবে। আমি কিয়ৎপরিমাণে মাইকেলের যুগের লোক। তখনকার যুগের লোক দেশকে বড় কর্‌তে অনেক প্রাচীন রীতিনীতি ভাঙ্গেন—অনেক শিকল ছেঁড়েন। রামমোহন প্রথম শিকল ছিঁড়েছিলেন, মহর্ষি সমাজ ভাঙ্গিলেন, কেশবচন্দ্র আরও ভাঙ্গিলেন। এঁদের শিকল ছেঁড়া ও ভাঙ্গন ধর্ম্ম ও সমাজ নিয়ে। আর মাইকেল ভাঙ্গলেন ভাষার গণ্ডী। অলৌকিক-অতিলৌকিক প্রতিভাবানের কাজই এই। তিনি যখন কবিতা লিখ্‌তেন, পিছন হতে কে শব্দ-সম্পদ্ যুগিয়ে দেন, কবি তা জানতেন না। ভাবঠাকুর এলেন যদি দয়া করে, বাহন শব্দ-সম্পৎ সঙ্গেই এলেন। তিনি এমনই করে প্রাচীন রীতির কাব্য-রচনা ছেড়ে দিয়ে নূতন পথে চল্‌লেন। পণ্ডিতেরা ভয় পেলেন, তাঁরা বল্‌লেন, খৃষ্টান্ ছাড়া এমন কর্ম্ম করার কারও সাধ্য নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় "নীলধ্বজের প্রতি জনার উক্তি" আবৃত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় মেঘনাদবধ হইতে কিছু আবৃত্তি করিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বলিলেন যে, ২৪এ জানুয়ারী না হইয়া, কোন ছুটির সময় সাগরদাঁড়িতে কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সম্মিলন হইলে ভাল হয়।

সভাপতি মহাশয় যুবকগণকে মিল্টন (Milton) পড়িবার সঙ্গে মধুসূদনের লেখা পড়িতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন যে, তিনি যত দিন বাঁচিবেন, তত দিন মধুসূদনের স্মৃতি-বাসরে আসিবেন। অতঃপর তিনি মধুসূদনের বিয়োগে হেমচন্দ্রের "স্বর্গারোহণ" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চোধুরী ডি এস-সি, এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৮ই শ্রাবণ ১৩৩৬, ২১এ জুলাই ১৯২৯, বুধবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

পরিষদের মঙ্গলবিধান ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই এমনি দিনে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন ইহা Bengal Academy of Literature নামে অভিহিত হইত ও তাহার কার্য্যাবলী ইংরেজী ভাষায় চলিতে থাকে। পরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে ইহার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামকরণ হয়, এবং তদবধি ইহার কার্য্যাবলী বঙ্গভাষার সাহায্যে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল ইহার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। বঙ্গদেশে এই পরিষৎ স্থাপনাবধি কত কাজ হইয়াছে, তাহা আজ সকলেই জানেন। ইহার প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ, প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও প্রকাশ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন, ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক রীতিতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বারা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া পরিষৎ দেশে যুগান্তর আনিয়াছে। এই পরিষৎ স্থাপনের জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন ও ইহার কর্ণধার ছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম করা কর্ত্তব্য হইলেও আজ

তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম না করিয়া বক্তব্য শেষ করা সঙ্গত নহে। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী, ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মনস্বী ও কর্ম্মিগণ পরিষদের গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যাঁহারা স্বর্গগত, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় পরিষদের এই স্মরণীয় দিন উপলক্ষে শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত দোয়াতদানী এবং শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া-প্রদত্ত দুইখানি পুস্তক প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পক্ষে প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার দিন স্মরণীয় করিবার জন্য একটি বিশেষ ভাণ্ডার স্থাপন করা হউক। শ্রীযুক্ত গণপতিবাবু এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উভয়ে ১০৲ হিসাবে এই ভাণ্ডারে চাঁদা দিলেন। এতদ্ব্যতীত সম্পাদক মহাশয় ১০৲ চাঁদা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিশেখর মহাশয় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির," শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "৩৬ বছর আগে" শীর্ষক কবিতা এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ তাঁহাদের কবিতা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল-এল ডি, সি আই ই মহাশয় বলিলেন যে, বাঙ্গালা দেশে এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আবির্ভাব শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব। দৈব ঘটনা এমনি যে, এই বিশেষ দিনে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য এই বিশেষ দিনে স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের বিষয়ে কিছু বলিব। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আমার এই মুদ্রিত বক্তব্য পাঠ করিবেন। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্যারীচাঁদের বংশীয়। তাঁহারই সাহায্যে আমি অনেক বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছি। এই জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্যারীচাঁদ মাসিক পত্রিকার আকারে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রবাবু তাহার খানকতক অদ্য পরিষৎকে দান করিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই "হুতোম প্যাঁচা" দান করিয়াছেন। (গ্রন্থগুলি প্রদর্শিত হইল)।

সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্য লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের আদি বাড়ী ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর পার্শ্বে, হুগলী জেলার পানিশেহালায়। এই বলিয়া তিনি সেখানে একটি স্মৃতি-ফলক স্থাপনের জন্য পরিষদের নিকট প্রস্তাব করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিষয়ে, প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতি বৎসর ৮ই শ্রাবণ উৎসব করা হউক। স্থির হইল যে, এই প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত করা হইবে।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১৪ই শ্রাবণ ১৩৩৬, ৩০এ জুলাই ১৯২৯, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৭টা।

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়।—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং তদুপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় কর্ত্তৃক মৃত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে অদ্যকার সভায় সভাপতির পদে বরণের প্রস্তাব করিয়া বলিলেন, আজ পরিষদের যে কর্ম্মীর পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি, সেই অমৃতলাল বসু ও আমাদের মহারাজ এক স্কুলে পড়িতেন, সে স্কুলটি শ্যামবাজার এ ভি স্কুল। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য অমৃতবাবু প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। মহারাজও সেই স্কুলের পৃষ্ঠপোষক। আজ সেই পুরাণো বন্ধুর শোক-সভায় মহারাজই উপযুক্ত সভাপতি। অমৃতবাবু পরিষদের বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে আসিয়া কখনও সভাপতিরূপে, কখনও বক্তারূপে মধুর ও সরস বক্তৃতার দ্বারা সকলের চিত্ত জয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এইচ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অমৃতবাবুর বিয়োগে বঙ্গদেশ অমূল্য রত্ন হারাইয়াছে। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের একটা দিকে প্রধান কর্ম্মী ছিলেন।

অতঃপর মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, অমৃতবাবু যে সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে একটা ছাপ দিয়া যাইতেন। তেমনটি আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। এই বলিয়া তিনি একটি কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় স্বরচিত কবিতা পড়িলেন। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করিয়া বলিলেন,

অমৃতবাবু বাল্যকালে কিছুদিন শুঁড়াতে বাস করিতেন। সেই সূত্রে তাঁহাদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয়। কলিকাতায় তাঁহার জন্মস্থান—দেশ বসিরহাট অঞ্চলে। অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় ৺অমৃতবাবুর জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম কর্ম্মী ও বন্ধু, বঙ্গসাহিত্যের বরেণ্য সেবক, নাট্যাচার্য্য, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি অমৃতলাল বসু মহাশয়ের তিরোধানে বঙ্গদেশ, বঙ্গ-সাহিত্য ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, অমৃত বাবুর বিষয়ে বলিবার এত কথা আছে যে, তাহা একদিনে বলিয়া শেষ করা যায় না। তৎপরে তিনি অমৃতবাবুর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি পরিষদ্-মন্দিরে রক্ষার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, সমুদ্র মন্থনে গরল ও অমৃত উঠেছিল। যে যুগে অমৃতবাবু জন্মেছিলেন সে যুগে পাশ্চাত্ত্য ও আমাদের সাহিত্যে যে সংঘর্ষ হয়, তাকে সমুদ্রমন্থন বলা যেতে পারে। তাতে কিছু যে গরল উঠেছিল তা নিশ্চয়। আমাদের অমৃতবাবু গরল চাপা দিয়ে অমৃত তোলেন। তিনি যাঁদের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করতেন আমি তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর বিদ্রূপে অসূয়া ছিল না। "জগদানন্দ" অভিনয় দেখেছি—"অবলা ব্যারাক" দেখি নাই, যদিও আমি তথায় থাকতাম। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার কখনও কমে নাই। রস যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কারও মুখ চেয়ে তা করেন না। অমৃতবাবুও রস-স্রষ্টা ছিলেন। আমি যে সমাজের লোক, সে সমাজের তিনি মুখ-চেয়ে কিছু করেন নাই। রস-স্রষ্টা সর্ব্বকালের সত্য প্রকাশ করেন। তিনি আমাকেও গাল দিতে ছাড়েন নাই। সে গালাগালিতে রস ছিল—উপভোগ করেছি। "খাসদখলে", "বিবাহবিভ্রাটে" আমাদের বিদ্রূপ করেছেন—অভিনয় দেখে উপভোগ করেছি। যাঁরা বিধবা বিবাহ করতেন, তিনি তাঁদের বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন; স্ত্রীজাতির উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি। আত্মীয়তা ও সামাজিকতা তাঁর চরিত্রের লক্ষণ ছিল। অমন মজলিসি লোক আর পাব বলে মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু অমৃত-বাবুর চরিত্রের বিশেষত্বের কথা বলেছেন। তিনি ৭৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত সজীব ও শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। আমরা সাধারণতঃ জীবনের অর্দ্ধেক বয়সে অবসাদগ্রস্ত

হয়ে পড়ি, তিনি তা হতেন না। এ সময়ে আমরা কোন নূতন ভাব গ্রহণ করতে না পারি, না সেগুলো হজম করতে পারি। অমৃতবাবু তা সব পারতেন। ছেলেবেলাকার ভাব নিয়ে তিনি কাটান নাই। জগতের নানা বর্ত্তমান ভাব নিতেন, ও রচনায় সেগুলো প্রচার করতেন। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় সোজা হয়ে জোরের সঙ্গে বল্‌তেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রসরাজ অমৃতলাল বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মত মানুষের মৃত্যু হয় না—তাঁর কার্য্য, তাঁর দান দেশ-বাসীর হৃদয়-মন্দিরে চিরদিন বর্ত্তমান থাকিবে, নাট্য-জগতে তাঁর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁকে অনেক ভাবে দেখিতে পাই। নাট্যকার, নট, সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষক, বিদ্যালয়-পরিচালক—প্রভৃতি নানা ভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতেই পরস্পর পরিচিত ছিলাম। তিনি সমাজ-সংস্কার কিভাবে করিতেন, তাহা তাঁর গ্রন্থগুলি হইতেই জানিতে পারা যায়। তিনি রাজনৈতিকও ছিলেন, অনেকে তাঁর এ মূর্ত্তি চিনিতে পারিত না। তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার শেষ রচনা যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের একটা সম্পদ্ হইবে। তিনি পরিণত বয়সেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করিবার কিছু নাই, তবে তাঁর তিরোধানে দেশের যে অভাব ও ক্ষতি হইল তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগত্তারিণী পদক" দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯এ শ্রাবণ ১৩৩৬, ৪ঠা আগষ্ট ১৯২৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি-উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান্ বাহাদুর সি আই ই, (খ) বৈদ্যনাথ সাহা এম এ এবং (গ) ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৫। প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "গোবিন্দদাস কবিরাজ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। ৩৫শ বার্ষিক দশম মাসিক ও পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহাররূপে প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় নিম্নোক্ত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোক-গমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন—

(ক) নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সি আই ই, (খ) বৈদ্যনাথ সাহা এম এ, (গ) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এবং (ঘ) ললিতমোহন ঘোষাল।

তিনি বলিলেন যে, নবাব নবাব আলী চৌধুরী মহাশয় বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের এক্‌জিকিউটিব কাউন্সিলের অন্যতম মেম্বর ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, যদিও তিনি উর্দ্দু ভাষার প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজকর্ম্মচারিরূপে দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বৈদ্যনাথ সাহা এম এ মহাশয় ভূ-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহার দেশে আমলা-সদরপুর গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন ও পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। সেই অবস্থায় তিনি "বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস" লিখিয়া বঙ্গভাষাকে পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোক-গমনে দেশের ও পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। পরিষদের অধিবেশনেও তিনি প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন।

ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি এককালে রাজনৈতিক ছিলেন, পরে হিন্দু ও পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের তুলনা-মূলক আলোচনা করিতেন। মধুসূদনের প্রত্যেক বার্ষিক স্মৃতি-সভায় বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। তিনি গত ১৫ই আষাঢ় তারিখে এই পরিষদে মধুসূদনের স্মৃতি-সভায় শেষ বক্তৃতা করেন। তারপরই অসুস্থ হইয়া মৃত্যুপথে গমন করেন।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃতব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

৫। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় তাঁহার "গোবিন্দদাস কবিরাজ" নামক প্রবন্ধ পড়িলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন, তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঘোষ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, সাতক্ষীরা হাই স্কুল, সাতক্ষীরা, খুলনা, ২। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন বসু, ম্যানেজার, লাহা রাজ এষ্টেট, মণ্ডলঘাট, বাগনান, হাওড়া, ৩। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, ৬০ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, সাব ইন্‌সপেক্টর অব স্কুল্‌স্, ব্যারাকপুর, ৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগচী বি এ (ক্যাণ্টাব), ৭৯।৪৩ লোয়ার সার্কুলার রোড; ৬। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় বি এ, বি টি, নর্ম্মাল স্কুল, চট্টগ্রাম, ৭। শ্রীযুক্ত ডক্টর জে এম দাস এম বি, পি-এচ্ ডি (এডিন), ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণ ও পুস্তক-সংখ্যা

Bengal Government—৭, Smithsonian Institution—১১, Calcutta University—৩, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—২০, শ্রীযুক্ত নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায়—১, Museum of Fine Arts, Boston—১, The Director of Archæology, Hyderabad (Deccan)—২, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ—৪৯, শ্রীযুক্ত বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৩, শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১, India Government—২, শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র দাস—১, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়—১, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বটব্যাল—১, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—২, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সাহা—১, শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র—১, শ্রীযুক্তা নিশারাণী ঘোষ—২১, ডক্টর শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

২৫এ শ্রাবণ ১৩৩৬, ১০ই আগষ্ট ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা।

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় "সংস্কৃত-সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে বাঙ্গালী কি ভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে থাকেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেন। মৌর্য্য যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাল যুগ, সেন যুগ, মুসলমান ও ইংরেজ যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদির ও গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ করেন।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যে সকল গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিলেন তাহাতে মেদিনী কর, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকটি নাম বাদ পড়িয়াছে। এগুলি সন্নিবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এল মহাশয় বলিলেন যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-লেখকগণের নাম ও কীর্ত্তি ধারাবাহিকরূপে জানিতে পারা গেলে ব্রাহ্মণগণের কুল-পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যথাস্থানে এ সকল গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুর গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সকলেরই তাঁহাকে সাহায্য করা উচিত। যাঁহার নিকটে যে উপকরণ আছে তাহা দিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করা উচিত। গ্রন্থ শেষ হইলে ইহা বঙ্গদেশের এক বিভাগের ইতিহাসের ইতিহাসরূপে গণ্য হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক এবং আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৯ই ভাদ্র ১৩৩৬, ২৫এ আগষ্ট ১৯২৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার" বিষয়ে প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ-লেখক—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস-সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার "জ্যামিতি-শাস্ত্রের প্রাচীন হিন্দু নাম ও তাহার প্রসার" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ্ সি এস মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩৩৬, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯২৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"নাট্য-সাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় "নাট্য-সাহিত্যে জ্যোতিষের প্রভাব" বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষ সম্বন্ধে সংস্কৃত-সাহিত্যে কিছু নাই—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে ইংরেজী সাহিত্যে আলোচিত জ্যোতিষ-শাস্ত্র আলোচনা করেন। তাহা ঠিক নহে। আজকাল জ্যোতিষের গণনার জন্য ঠিক সময় অনেকে ধরিতে পারেন না, সংগৃহীত বিষয় পরীক্ষা করেন না এবং অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণদ্বারা বল সঞ্চয় করেন না—এই জন্য জ্যোতিষের ফল মিলে না।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধে বহু শিক্ষার ও আলোচনার বিষয় রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষের সাহায্যে জীবনের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা যে চলে, তা নানাক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আর জীবনের গতি জ্যোতিষের প্রভাবে কিরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে আজ এ প্রবন্ধে বিশেষভাবেই দেখা গেল। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের গণনা গ্রহণ করা সঙ্গত, তাহা স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় দেখা গিয়েছে।

শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় বলিলেন যে, অনেক বিষয় হিন্দু জ্যোতিষে আছে তাহা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে নাই। তেমনি পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে যে সব বিষয় আছে তাহা আমাদের জ্যোতিষে দেখা যায় না। উভয় জ্যোতিষ শাস্ত্র মিলাইয়া দেখা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন—লেখক মহাশয় আজ একটা ধারা নিয়ে আলোচনা করলেন। আগেও এমনি এক একটা ধারা নিয়ে আমাদের "জ্যোতিষ-শাখায়" প্রস্তাবে এই পরিষদে আলোচনা হয়েছে। গণনায় ষোল আনা মিল্‌তে নাও পারে—ভুল-ভ্রান্তির হাত হতে এড়াবার উপায় কি? এমন অনেক বিখ্যাত জ্যোতিষী আছেন, যাঁদের গণনা অভ্রান্ত। দুঃখের বিষয়, তাঁরা সেই গণনার পদ্ধতি অন্যকে জান্‌তে দেবেন না—নিজেদের পরিবারের মধ্যে তাহা আবদ্ধ রাখ্‌বেন। তা হলে সাধারণের পক্ষে আলোচনা হয় কিরূপে? আমাদের অনেক ছিল বলে গুমোর করে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না—এখন ত নাই! পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা এ বিষয়ে বেশী চেষ্টা করছেন, তাঁদের বিদ্যা ও জ্ঞানভাণ্ডার আহরণ করা উচিত।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, জ্যোতিষের ফলাফল বিচার করবার জন্য রাম শর্ম্মা অনেক statistics নিয়েছিলেন; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শঙ্করের কাল

নির্ণয় করবার সময়ও বহু statistics নিয়েছিলেন। তিনি তার জন্য নানা সাহিত্য, ইতিহাস ও জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এইরূপ আলোচনাই বিজ্ঞান-সম্মত।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এখন কি ভাবে জ্যোতিষের আলোচনা হতে পারে তাহা দেখিয়ে এসেছেন। Astrologyকে অনেকে Pseudo-Science বলেন। বিলেতে জ্যোতিষের আদর বেড়েছে, কাজেই এ দেশে আবার জ্যোতিষের আলোচনা নূতন করে সুরু হয়েছে! বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে ঠাট্টাই করতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিতগণের মধ্যে জ্যোতিষের আদর হয়েছে। সাহিত্য-সম্মিলনে মানমন্দিরের প্রস্তাব হয়েছিল—সে প্রস্তাব কোথায় ভেসে গেল! এখন সকল বিষয়ে statistics সংগ্রহ করা দরকার। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষের সমন্বয় হলে যে বিশেষ উপকার হবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৩ই আশ্বিন ১৩৩৬, ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল, এড্‌ভোকেট মহাশয়-প্রদত্ত—(ক) তারামূর্ত্তি ও (খ) বজ্রপাণিমূর্ত্তি, ৫। শোক-প্রকাশ—অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। পুরস্কার ও পদক বিতরণ, ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা-তত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়-লিখিত "ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট" এবং (খ) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "নিমাই সন্ন্যাসের পালা" নামক প্রবন্ধ, এবং ৮। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, গত ৬ই আশ্বিন উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ায় তৃতীয় মাসিক অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। অদ্য তৃতীয় এবং চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য এক অধিবেশনেই হইবে।

১। বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারদাতৃগণের প্রদত্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ মহাশয়-প্রদত্ত পিত্তল-নির্ম্মিত একটি তারা ও একটি বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন এবং উপহারদাতাকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য (ক) অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং (খ) পাণ্ডত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। অম্বুনাথ বাবু পরিষদের হিতৈষী সদস্য ছিলেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইংরেজি বি এ পর্য্যন্ত প ড়য়াছিলেন। তিনি ঋষিতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক স্কুলপাঠ্য বাঙ্গালা পুস্তক আছে এবং সরল ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ আছে। তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিতে সাহিত্য-জগতের বিশেষ ক্ষতি হইল।

৬। সম্পাদক মহাশয় গত বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত নিম্নলিখিত পুরস্কার ও পদক দান করিলেন—

(ক) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়কে "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর পুরস্কার"—১০০৲

(খ) শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে "হেমচন্দ্র সুবর্ণ পদক" এবং

(গ) শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বসু এম এ মহাশয়কে "রামগোপাল রৌপ্য পদক।"

৭। (ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয় তাঁহার "ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—ধর্ম্মপুথি সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। আমাদের পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন যে, এ সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুথি। কিন্তু আমাদের কিছু দিন হতে সন্দেহ হচ্ছে যে, ধর্ম্ম কি বুদ্ধ? এ সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে আলোচনা চল্‌ছে। ধর্ম্ম বুদ্ধ কি বিষ্ণু, তা ভেবে বল্‌তে হয়।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এ মহাশয় ধর্ম্মপুরাণ ও তাহার রচয়িতাগণ সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় প্রবন্ধ হইতে সে সকলের উত্তর দিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, ধর্ম্মপুরাণ ও ধর্ম্মপূজা সম্বন্ধে হুগলী জেলায় অনেক মালমস্‌লা আছে। সেগুলি এবং অন্যান্য দেশ হইতেও এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন করে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা দরকার। কোন মতবাদ স্থাপন করতে হলে ভিত্তি শক্ত হওয়া প্রয়োজন। হুগলীর হরিপালের নিকট ধর্ম্মঘটিত অনেক কথা চলিত আছে। লেখক মহাশয় প্রবন্ধে যথেষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "নিমাই সন্ন্যাসের পালা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি পরিষদের

অন্যতম ছাত্র-সভ্য। পরিষদের উদ্দেশ্যই এই যে, এইরূপ প্রাচীন গান, ছড়া, পালা প্রভৃতি সংগ্রহ করা। উৎসাহী ছাত্র-সভ্য ২।৪ জন আগে এরূপ কার্য্য করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছেন। দেশের মধ্যে কত রকমের পালা ছড়িয়ে আছে। বর্ত্তমান বিষয়ে আরও পালা সংগ্রহ হলে বিষয়টি প্রকাশ করা চল্‌তে পারে। এই বলিয়া তিনি সংগ্রাহককে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা-ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশরৎকুমার রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বি এ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা। ২। শ্রীযুক্ত কালীচরণ ত্রিবেদী, অন্নপূর্ণা প্রেস, পুরুলিয়া। ৩। শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ সরকার এম এ, বি এল, পুরুলিয়া। ৪। শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট অডিটার, পুরুলিয়া। ৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত এম এ, বি এল, পুরুলিয়া। ৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পুরুলিয়া। ৭। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিশ্, ১৪ শ্রীনাথ দাস লেন। ৮। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় বসু লেন। ৯। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শেঠ বি এল, উকীল, ১৫৩ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১০। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার শেঠ বার-এট্-ল, ৩ বাঁশতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, শিবপুর। ১২। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, বি এল, এটর্ণি, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন। ১৩। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু। ১৪। শ্রীযুক্ত এন্ এন্ বসু বার এট্-ল, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। ১৫। শ্রীযুক্ত বটবিহারী বসু, ৬৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট্। ১৬। শ্রীযুক্ত হরপার্ব্বতীকুমার মিত্র এম এস্-সি, ১।১ কাঁটাপুকুর লেন। ১৭। ডক্টর শ্রীযুক্ত শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়। ১৮। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। ১৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, গৌরাঙ্গ প্রেসের স্বত্বাধিকারী, কলেজ স্কোয়ার। ২০। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়, সায়ান্স কলেজ। ২১। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ বি এ, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল, কলিকাতা। ২২। আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী, সম্পাদক গৌড়ীয় মঠ, ১ উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা। ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু বি এ, শান্তিনিকেতন। ২৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী এম এ, ডি লিট্, পি-২৫৩ সাহানগর রোড, কালীঘাট। ২৫। শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ, বেলঘড়িয়া। ২৬। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ, মেদিনীপুর।